গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬২ বর্ষ ১১ সংখ্যা ২৩ - ২৯ অক্টোবর, ২০০৯ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

ছত্রধর মাহাত ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তার

জঙ্গলমহলের গণআন্দোলন দমন করার হীন উদ্দেশ্যেই

জঙ্গলমহলের শোষিত নির্যাতিত মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের নেতা ছত্রধর মাহাতকে পুলিশ তাঁর গ্রাম থেকে গত ২৬ সেপ্টেম্বর সাংবাদিকের ছদ্মবেশে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনাটিকে পুলিশ ও রাজ্য সরকারের তরফে এমন সাফল্যের নজির হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে, যেন তারা কুখ্যাত কোনও সন্ত্রাসবাদী বা আন্তর্জাতিক কোনও চোরাচালানকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। ছত্রধর মাহাতের বিরুদ্ধে সরকার 'মাওবাদীদের' সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ এনে কেন্দ্রীয় কালা আইন ইউ এ পি এ প্রয়োগ করেছে। তাঁর জামিন আটকাতে পুলিশ নতুন করে তাঁর বিরুদ্ধে খুনের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জঙ্গলমহলের আন্দোলনের আর এক নেতা এস ইউ সি আই সংগঠক কমরেড বিবেকানন্দ সাহুকেও নানা মিথ্যা কেসে আটকে রাখা হয়েছে।

ছত্রধর মাহাতকে গ্রেপ্তারের পরপরই প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেরায় তাঁর স্বীকারোক্তি হিসাবে প্রচার করা হতে থাকে— তাঁর নামে এক কোটি টাকার বিমা রয়েছে, তাঁর নামে বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে, ভিন রাজ্যে তাঁর বাড়ি রয়েছে, নতুন গাড়ি রয়েছে ইত্যাদি আরও কিছু। ব্যস, সিপিএমের মুখপত্র গণশক্তি এবং তাদের প্রভাবিত টেলিভিশন চ্যানেলগুলি উচ্চৈঃস্বরে প্রচার শুরু করে দিল, এই যদি কোনও নেতার চরিত্র হয়..., জনগণের টাকা যে নেতা আত্মসাৎ করে..., যে নেতা মুখে গরিবের কথা বলে আর মনে মনে..., ইত্যাদি ইত্যাদি। সিপিএম ভেবেছিল এর দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাবে। কিন্তু জনগণ বিভ্রান্ত হননি। জনগণের দ্বারা চূড়ান্ত ধিক্কৃত সিপিএমের এহেন অভিযোগ যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা অনেকেই বুঝেছিলেন এবং বাস্তবেও তা প্রমাণ হয়ে গেল। পুলিশের ডি জি একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ছত্রধরের বিমার যেমন কোনও প্রমাণ মেলেনি, তেমনই ছত্রধর বা জনসাধারণের কমিটির কোনও 'বেনামি' ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সন্ধানও মেলেনি (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০.১০.০৯)। তা হলে গণআন্দোলনের একজন নেতার সম্পর্কে প্রশাসন এবং শাসক সিপিএমের পক্ষ থেকে লাগাতার এই মিথ্যা প্রচার চালানো হল কেন? এর থেকেই কি বোঝা যায় না যে, এই সমগ্র কাণ্ডের পিছনে শাসক সিপিএমের গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে?

সিপিএমের দুরভিসন্ধি হল সাধারণ মানুষের মধ্যে লালগড় আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহ এবং অনাস্থা সৃষ্টি করা। এ শাসকশ্রেণীর বহু পুরনো হীন কৌশল। গণআন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করায় সিপিএম সিদ্ধহস্ত। ইতিপূর্বে এস ইউ সি আই দলের বহু নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার নজির সিপিএম রেখেছে। সিপিএম নেতারা কি মনে করেন, এইভাবে তাঁরা জনসাধারণের বিক্ষোভ এবং গণআন্দোলনকে দমন করতে পারবেন? তা যদি হত, তবে ইতিহাসে কোনও আন্দোলনই শাসকশ্রেণীর ভ্রুকুটি, দমন-পীড়নকে উপেক্ষা করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না।

সিপিএম নেতারা একসময় কেন্দ্রীয় কালা আইন নাসা, এসমা, পোটা প্রভৃতির বিরোধী বলে নিজেদের প্রচার করতেন। সন্ত্রাসবাদীদের দমন করার নামে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের তৈরি ইউ এ পি এ (আনলফুল অ্যাক্টিভিটি প্রিভেনশন অ্যাক্ট) -এরও সমালোচনা করেছিলেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রী এমনও বলেছিলেন, এই আইন তাঁরা এরাজ্যে প্রয়োগ করবেন না। আজও সিপিএম 'গণতান্ত্রিক' ভান ধরে রাখার জন্য একই কথা বলে যাচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গে ঐ আইন নিয়ে নোটিশও জারি করেনি, অথচ ছত্রধর মাহাত'র বিরুদ্ধে তারা ঐ আইন প্রয়োগ করে দিল। যেজন্য ইউ এ পি এ আইন অনুযায়ী পুলিশ ছত্রধর মাহাতকে তিরিশ দিন তাদের হেফাজতে চাইলেও ঝাড়গ্রাম কোর্ট তা নাকচ করে দিয়েছে। সিপিএম কালা কানুনের বিরুদ্ধে বললেও বাস্তবে এইসব কালা আইনের বিরোধী নয়, বরং ক্ষমতায় টিকে থাকার উদগ্র বাসনায় এবং পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে তারা যে অনায়াসে এই সব কালা আইন জনসাধারণের উপর, গণআন্দোলনের নেতা-কর্মীদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে, এই ঘটনা পরিষ্কারভাবে তা দেখিয়ে দিচ্ছে।

জঙ্গলমহলের আন্দোলনকে ভাঙতে প্রশাসন শুধু ছত্রধর মাহাতর চরিত্র হনন করেই ক্ষান্ত থাকেনি, তাঁর স্বীকারোক্তির নামে প্রচার করেছে যে, তিনি দু'শো জনের নাম বলেছেন, যাদের সাথে কমিটির যোগ আছে। স্বরাষ্ট্রসচিব বলেছেন, পুলিশ প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেবে। স্বরাষ্ট্রসচিবের মতো 'দায়িত্বশীল' এবং উচ্চ স্তরের এক আমলার পক্ষ থেকে এমন হুমকি কী উদ্দেশ্যে? এর লক্ষ্য যে রাজ্যের আন্দোলনকারী বুদ্ধিজীবীরা, তা আজ সকলের কাছেই স্পষ্ট। এই হুমকি কি স্বরাষ্ট্রসচিবের ব্যক্তিগত? ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের হুমকি তিনি দিতে পারেন না। তিনি শাসকদলের 'মাউথপিস' হিসাবে কাজ করছেন। এই বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সিপিএম ক্ষিপ্ত। কারণ, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বুদ্ধিজীবীরা সরকার তথা শাসকদলের জনবিরোধী ভূমিকার

দুয়ের পাতায় দেখুন

'এই সময় পশ্চিমবঙ্গ ও গণতন্ত্র' বিষয়ে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের আহ্বানে ১৬ অক্টোবর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে নাগরিক কনভেনশন

জেলায় জেলায় আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার ডাক দিলেন বুদ্ধিজীবীরা

১৬ অক্টোবর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত নাগরিক কনভেনশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

"শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ কর্তৃক আহূত বিদ্বজ্জন, গুণীজন ও গণতন্ত্রপ্রিয় চিন্তাশীল সাধারণ মানুষের এই কনভেনশন অত্যন্ত গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছে যে, আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ আজ এক চরম বিপন্নতার সম্মুখীন। গণতান্ত্রিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর একের পর এক আঘাত নেমে আসছে, গণকণ্ঠকে রুদ্ধ করার সমস্ত ঘৃণ্য পন্থা অনুসৃত হচ্ছে। প্রতিবাদী কোনও আওয়াজ উঠলেই তাকে নানা মিথ্যার মোড়ক পরিয়ে কিংবা মনগড়া তকমা এঁটে অযথা হয়রানি, হুমকি প্রদর্শন, কালাকানুন প্রয়োগ, এমনকী নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাকে স্তব্ধ করে দেবার প্রচেষ্টা চলছে ধারাবাহিকভাবে। রাজ্য সরকারের কোনও নীতি, কোনও আচরণ বা কোনও কার্যকলাপের সামান্যতম বিরোধিতাকেও শুধু যে বরদাস্ত করা হচ্ছে না তা নয়, চরমভাবে দমনও করা হচ্ছে। বিচারের বাণীর কান্না এখন আর নিভৃতে নয়, প্রকাশ্যেই শোনা যাচ্ছে।

এই কনভেনশন দৃঢ়ভাবে মনে করে যে এক সার্বিক সংকটের ফলে আজ সাধারণ মানুষের জীবন চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত। ক্রমবর্ধমান বেকারি, কর্মচ্যুতি, বেতন সংকোচন, ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, প্রকৃত আয়ের পরিমাণ হ্রাস, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-জল-বিদ্যুৎ প্রভৃতি আবশ্যিক পরিষেবার অভাব, নিদারুণ সামাজিক বঞ্চনা, লাগাম-ছাড়া প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং সর্বোপরি শাসক দল-পুলিশ-আমলা- ক্রিমিনাল-সমাজবিরোধী-অসৎ ব্যবসায়ী-প্রমোটার-দালাল-কালোবাজারি-মুনাফাখোরদের সমন্বয়ে গঠিত দুষ্টচক্রের তাণ্ডবে মানুষ আজ অতিষ্ঠ, নিপীড়িত। বেঁচে থাকাটাই আজ তাদের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এই নিদারুণ অভাব-বঞ্চনা-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্রোধ, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমরা মনে করি, আমানবিক শোষণের বিরুদ্ধে উচ্চারিত এই প্রতিবাদ

আটের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই-এর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস সফল করুন

প্রতিনিধি অধিবেশন ঃ ১১-১৫ নভেম্বর, শাহ অডিটোরিয়াম, নয়া দিল্লি

প্রকাশ্য সমাবেশ ঃ ১৭ নভেম্বর, রামলীলা ময়দান, নয়া দিল্লি

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড নীহার মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদক, এস ইউ সি আই

ভেনিজুয়েলা, আমেরিকা, জর্ডন, তুরস্ক, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নরওয়ে প্রভৃতি দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশন

৫ অক্টোবর উদ্বোধনী সমাবেশের পরই সন্ধ্যায় শিবনাথ শাস্ত্রী হলে, মোট ৮৫৮ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশন শুরু হয় সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। অধিবেশন পরিচালনার জন্য কমরেড প্রতিভা মুখার্জীকে সভাপতি করে কমরেডস্ ইয়াকুব পৈলান, দেবপ্রসাদ সরকার, সুনীল মুখার্জী, সাধনা চৌধুরী ও সদানন্দ বাগলকে নিয়ে একটি প্রেসিডিয়াম গঠন করা হয়।

শুরুতেই কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, মহান নেতার শিক্ষার ভিত্তিতে বর্তমান প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে দলের অভ্যন্তরে রিভাইটালাইজেশন অ্যান্ড কনসোলিডেশনের সংগ্রামের কর্মসূচির পথ ধরেই আমরা দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে যাচ্ছি। কিন্তু এই সংগ্রামে কিছু ত্রুটি দুর্বলতা এখনও থেকে গিয়েছে, সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা দ্রুত দূর করার জন্য আপনাদের সচেষ্ট হতে হবে। আমি মনে করি, পার্টির প্রতি সর্বব্যাপক যে জনসমর্থন বেড়েছে, তাকে আমরা যথাযথ সাংগঠনিক রূপ দিতে পারিনি। এর কারণ, দলের মধ্যে স্তরে স্তরে কালেকটিভ ফাংশানিংকে আমরা উন্নত করতে পারিনি। এটা না পারলে, যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, তাকে আমরা কাজে লাগাতে পারব না। দ্বিতীয়ত, আমার মনে হয়েছে, দলের মধ্যে আদর্শগত চর্চার ক্ষেত্রেও ঘাটতি হয়েছে। আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যেই নিয়মিত স্টাডি ক্লাস, গ্রুপ রিডিং-এর মধ্য দিয়ে পার্টির রাজনীতির চর্চা এবং এটাকে অভ্যাসে পরিণত করা, যে প্রক্রিয়াতেই আমাদের আদর্শগত চেতনা উন্নত হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতি হয়েছে। তৃতীয়ত, আন্দোলনের বক্তব্য রাখার পাশাপাশি পার্টির মূল রাজনৈতিক বক্তব্যকে কেমন করে মিলিয়ে রাখতে হয়, জনগণকে বিপ্লবী রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হয়, সেক্ষেত্রে কর্মীদের ঘাটতি থাকার ফলে, পার্টির প্রতি জনসমর্থন যত বেড়েছে, সেই অনুযায়ী পার্টির রাজনীতিটা আমরা জনগণের মধ্যে নিয়ে যেতে পারিনি। এগুলো যদি আমরা সচেতনভাবে করতে পারি, তাহলে আমাদের দলের প্রতি ক্রমবর্ধমান জনসমর্থনকে আমরা একটা কার্যকরী শক্তিতে পরিণত করতে পারব।

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড অনিল সেন বলেন, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও উদ্বোধনী সমাবেশ থেকে প্রতিনিধি অধিবেশন পর্যন্ত সবকিছুর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে এই জেলার নেতা-কর্মীরা যেভাবে সম্মেলনকে সফল করলেন, তার জন্য আমি তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার বয়স হয়েছে। কিন্তু একজন বিপ্লবীর সৃষ্টিশীল মনকে বয়স নষ্ট করে দিতে পারে না। আমাদের শ্রদ্ধেয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী রোগশয্যায় থেকেও যেভাবে সারা ভারতে পার্টিকে পরিচালনা করছেন, সেটা আমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত।

কমরেড সেন বলেন, এই সম্মেলন নিয়েও কিছু কাগজে উল্টোপাল্টা লিখেছে, আপনারা দেখেছেন। আমাদের পার্টি সংবাদপত্রের প্রচার ছাড়াই এগিয়েছে। ফলে, কাগজ কী মিথ্যা লিখল, তা দিয়ে আমাদের কিছু যায় আসে না। আজ কমরেড রণজিৎ ধর, কমরেড প্রভাস ঘোষ ও কমরেড ইয়াকুব পৈলান যে প্রাণবন্ত বক্তব্য রেখেছেন, তা খুবই উল্লেখযোগ্য। কমরেড শিবদাস ঘোষ যে আচরণবিধি দিয়ে গেছেন, তা কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন হাতিয়ার। তিনি বলেছেন, কমিউনিস্টদের ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় হচ্ছে আত্মসমীক্ষা। এই শিক্ষা আমাদের সর্বদা মনে রেখে এগোতে হবে। এ পথে সংগ্রাম করতে পারলে আমাদের পার্টি এগোবেই।

এরপর কমরেড প্রভাস ঘোষ সম্পাদকীয় প্রস্তাবগুলি পেশ করেন কমরেড সৌমেন বোস। সেগুলি নিয়েও একই প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। বিতর্ক ও আলোচনা প্রাণবন্ত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী এবার রাজ্য থেকে ৩০৯ জন্য প্রতিনিধি পার্টি কংগ্রেসে যোগ দেবেন। রাজ্য সম্মেলন থেকে তাঁদের নির্বাচিত করা হয়। ৪৬ জনের নতুন রাজ্য কমিটি নির্বাচিত করেন প্রতিনিধিরা।

মঞ্চে উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) কমরেডস মানিক মুখার্জী, অনিল সেন, সৌমেন বসু, সুনীল মুখার্জী, গোপাল কুণ্ডু, প্রতিভা মুখার্জী, প্রভাস ঘোষ, ইয়াকুব পৈলান।

প্রতিবেদনে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। প্রতিনিধিদের সামনে সেটি পাঠ করেন বিদায়ী রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। ৬ অক্টোবর রাজ্য সম্পাদকের প্রতিবেদনের উপর প্রতিনিধিদের আলোচনার পর, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির খসড়া দলিলের উপর আলোচনা শুরু হয়। বিভিন্ন জেলা সম্মেলনে গৃহীত সংশোধনীগুলি প্রতিনিধিদের সামনে পড়ে শোনান বিদায়ী রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু। প্রতিনিধিরা আলোচনা বিতর্কের মধ্য দিয়ে কিছু সংশোধনী প্রস্তাব, পার্টি কংগ্রেসে আলোচনার জন্য গ্রহণ করেন, কিছু বাতিল হয়ে যায়। জাতীয় পরিস্থিতির খসড়া দলিলের উপর সংশোধনী এরপর প্রতিনিধিদের সামনে বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্টি কংগ্রেসের তাৎপর্য, আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম, গণআন্দোলন প্রভৃতির উপর আলোচনা করেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। প্রেসিডিয়ামের সভাপতি কমরেড প্রতিভা মুখার্জী সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা হতেই প্রতিনিধিদের স্লোগানে হল মুখরিত হয়ে ওঠে। দুপুরের খাওয়া দ্রুত সেরে প্রতিনিধিরা লালগড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবিরোধী মিছিলে সামিল হন। মিছিল জয়নগর শহর পরিক্রমা করে স্টেশনের দিকে যায়।

আদিবাসী জনগণের গণতান্ত্রিক দাবিগুলি মানতে হবে

একের পাতার পর

বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন শুধু নন, অত্যন্ত দৃঢ় ভূমিকা নিয়েছেন, যা সিপিএমের ফ্যাসিস্ট চরিত্রকে গোটা দেশের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের এই সংগ্রামী ভূমিকা সরকারের জনবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রাজ্যের জনগণকেও আন্দোলনে প্রেরণা দিয়েছে। এরই পরিণতিতে শাসক দল শেষ পর্যন্ত নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। লালগড়ের নিরীহ জনসাধারণের উপর পুলিশি অত্যাচার ও যৌথবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধেও বুদ্ধিজীবীরা সোচ্চার হয়েছেন। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময়ে সরকার বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদী ঐক্যে বিভেদ তৈরি করতে নানা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিল। দলীয়ভাবে হামলাও করিয়েছিল। এবার সরাসরি সরকারিভাবে ভয় দেখানোর রাস্তা নিয়েছে। সেই উদ্দেশ্যেই স্বরাষ্ট্রসচিবের এই হুমকি। এখানে বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে 'ব্যবস্থা নেওয়া' বলতে সরকার আকারে ইঙ্গিতে ইউ এ পি এ আইনে জড়িয়ে দেওয়ার হুমকিই দিয়ে রেখেছে। যদিও বুদ্ধিজীবীরা এই হুমকিতে মাথা নোয়ানো দূরের কথা, সরকারের এই ঘৃণ্য ভূমিকার বিরুদ্ধে অধিকতর সোচ্চার হয়েছেন। ১০ অক্টোবর বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে প্রায় ২০ হাজার মানুষ মহানগরী জুড়ে মিছিল ও সভা করেছে। ১৬ অক্টোবর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এক নাগরিক কনভেনশনে সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীরা সোচ্চার হয়েছেন শুধু নয়, জেলায় জেলায় প্রতিবাদী মিছিল, মিটিং, কনভেনশন করার ডাক দিয়েছেন।

সিপিএমের বিরুদ্ধে এই যে বিক্ষোভ রাজ্য জুড়ে, তা কোনও আকস্মিক বিষয় নয়। সিপিএমের তিন দশকের শাসনে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহণ সহ পরিষেবার সমস্ত পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে, চলেছে ব্যাপক বেসরকারিকরণ। পরিণতিতে এ সবই আজ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে চলছে ব্যাপক দুর্নীতি ও দলবাজি। বেকার সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। কালোবাজারি-মুনাফাবাজরা বাজারের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে ঠেকেছে। সর্বত্র মানুষ সরকারি নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। এই আন্দোলন যেখানে সঠিক নেতৃত্ব পাচ্ছে সেখানেই দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে এবং দাবি আদায় করছে। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর তার উজ্জ্বল উদাহরণ। পাশাপাশি যত দিন যাচ্ছে ততই সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের নানা কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। রাজারহাটের জমি কেলেঙ্কারি তার সর্বশেষ উদাহরণ। এই কেলেঙ্কারিতে রাজ্যের তাবড় মন্ত্রীদের জড়িত থাকার ঘটনায় শেষ পর্যন্ত সরকারকে আই টি উপনগরীর পরিকল্পনাই বাতিল করতে হয়েছে। পাহাড় প্রমাণ এই দুর্নীতি, এই কেলেঙ্কারি যেকোন ভাবেই হোক চাপা দেওয়া সিপিএমের প্রয়োজন ছিল। সিপিএম এই কেলেঙ্কারি থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য লালগড় ইস্যুকেই বেছে নেয় এবং পুলিশ ও প্রশাসনকে নজিরবিহীনভাবে কাজে লাগিয়ে ছত্রধর মাহাতকে গ্রেপ্তার করায়।

'মাওবাদী' সন্ত্রাস দমনের ধুয়ো সামনে রেখে কংগ্রেস-সিপিএম আবার কাছাকাছি আসার সুযোগ করে নিয়েছে। উভয়ের মধ্যে চিড় খাওয়া সম্পর্ক আবার জোড়া দেওয়া হচ্ছে। আরও লক্ষণীয় যে, মূল্যবৃদ্ধি, হাজার হাজার মানুষের অনাহার, অর্ধাহার, অপুষ্টি, — এগুলি তাদের কাছে বড় সমস্যা নয়। তারা জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা-চিকিৎসার সংকট প্রভৃতি সম্পর্কে অদ্ভুতভাবে নীরব থেকে 'মাওবাদী সমস্যা'কে প্রচার দিয়ে সামনে নিয়ে আসছে এবং এর মধ্য দিয়ে জনজীবনের সমস্যা সমাধানে তাদের ব্যর্থতাকেই আড়াল করছে।

আমরা ইতিপূর্বেও বলেছি, এখানে "মাওবাদী'র নামে যে রাজনীতি চলছে, তার সাথে মহান মাও সে-তুঙের চিন্তাধারার কোনও সম্পর্কই নেই, ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি গণআন্দোলনের ক্ষতিই করে। কিন্তু জঙ্গলমহলের এই হত্যাকাণ্ড যারা ঘটাচ্ছে তারা আদৌ 'মাওবাদী' কি না, নাকি বিক্ষুব্ধদের খতম করতে সিপিএমই 'মাওবাদী'দের উপর দায় চাপাচ্ছে, এ সব প্রশ্নও গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখার মতো। তাছাড়া আরেকটি দুরভিসন্ধিও সরকারের আছে। সরকার 'মাওবাদী' দমনের নামে জঙ্গলমহলের মানুষের মূল দাবিগুলি, যা তাঁদের বেঁচে থাকার সঙ্গে জড়িত, সেগুলিকেই এড়িয়ে যাচ্ছে। লালগড় সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটি তাদের মূল দাবিগুলি মানা হবে কি হবে না তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আন্দোলনের নেতাকে গ্রেপ্তার করে মূল দাবিকে চাপা দেওয়া যাবেনা, আন্দোলনকেও স্তব্ধ করা যাবেনা।

কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তাই আমাদের হাতিয়ার

[আগামী ১১-১৭ নভেম্বর এস ইউ সি আই-এর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রুটি-দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে দলের সকল নেতা-কর্মীকে বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে। এই উদ্দেশ্যেই এস ইউ সি আইয়ের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষার ভিত্তিতে বর্তমান প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী দলের আভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে তীব্রতর করার উদাত্ত আহ্বান জানান। যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে এস ইউ সি আইকে গড়ে তোলার এবং এ দেশের মাটিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত করার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষের যে জীবনব্যাপী ঐতিহাসিক সংগ্রাম, সেই প্রক্রিয়াতেই কমরেড ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, বিকশিত করেছেন ও সমৃদ্ধ করেছেন এবং এর উপলব্ধিকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত এমন কোনও সমস্যা নেই, জ্ঞানতত্ত্বের এমন কোনও শাখা নেই, যেখানে তাঁর গভীর প্রজ্ঞা আলোকপাত করেনি। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা ও শিক্ষাগুলি যেহেতু ভারতের বিপ্লবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেহেতু আমরা বিপ্লবী কর্মী হিসেবে আমাদের মানকে উন্নীত করার সংগ্রামের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পার্টি, সংগঠন, সেইসঙ্গে চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা ও বিপ্লবী নেতা-কর্মীদের কর্মপদ্ধতি বিষয়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনার কয়েকটি নির্বাচিত উদ্ধৃতি প্রকাশ করছি। আমরা নিশ্চিত যে, এই শিক্ষাগুলি এস ইউ সি আইয়ের পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতির সঙ্গে জড়িত নেতা ও কর্মীদের দেশব্যাপী উদ্যোগকে আরও উদ্দীপিত করবে এবং পুঁজিবাদী শোষণে নিষ্পেষিত কোটি কোটি শোষিত মানুষের সামনে মুক্তির দিশা হিসাবে কাজ করবে। — সম্পাদক, গণদাবী]

বিপ্লবী কর্মীদের আচরণবিধি

আচরণবিধির দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে, দলের অভ্যন্তরে নেতা-কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, 'পার্টি-বডি'র সাথে কর্মীদের ও নেতাদের সম্পর্ক এবং নেতা-কর্মীদের আলোচনা-সমালোচনার রীতিনীতি ও আচরণ কী ধরনের হবে ; সর্বোপরি নেতা থেকে শুরু করে সমস্ত কর্মীর ব্যক্তিজীবন পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে। অপরটি হচ্ছে, বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে জনগণের সাথে সংযোগ, জনগণের সাথে মিশে গণআন্দোলন সংগঠিত করা, বিপ্লবের চেতনায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে জনগণের বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে গিয়ে জনগণের সাথে চলাফেরা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নেতা ও কর্মীদের আচরণ কী হবে। এই দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে এই কারণে যে, কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জনগণের মনে একটা সময়ে যে উচ্চ ধারণা বর্তমান ছিল, ভারতবর্ষে তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলগুলির নেতা ও কর্মীদের নৈতিক আচরণ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও ব্যবহারিক জীবন সেই উচ্চ ধারণাকে আজ অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে। বিপদ হচ্ছে, এঁরাই কমিউনিস্ট নাম নিয়ে চলছেন বলে জনসাধারণ এঁদেরই কমিউনিস্ট বলে জানেন এবং এঁদের আচরণকেই যথার্থ কমিউনিস্ট রীতিসম্মত আচরণ বলে মনে করেন। কমিউনিস্ট নাম নিয়ে চললেও এঁরা যেহেতু প্রকৃত কমিউনিস্ট নন সেহেতু এঁদের ভ্রান্ত রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অ-মার্কসবাদী আচরণই আজ প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট মূল্যবোধ সম্পর্কে এই ধোঁয়াটে এবং বিভ্রান্তিমূলক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। ফলে আমাদের দলের নেতা-কর্মীদের একদিকে সঠিক সাম্যবাদী রাজনীতির চর্চা, অন্যদিকে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ও ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আদর্শসম্মত আচরণবিধি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর তা করতে পারলেই, কমিউনিজম যে আজকের দুনিয়ায় প্রচলিত যে কোনও আদর্শের চাইতে উন্নত একটি মহান আদর্শ এবং সমস্ত প্রকার সামাজিক অন্যায় ও শোষণ থেকে মুক্ত একটি উন্নত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম তা জনসাধারণ সহজেই বুঝতে সক্ষম হবেন।

* * *

দলের ভিতরে দলের কোনও নীতি সম্পর্কেই হোক বা অপর কোনও কমরেড সম্পর্কেই হোক, অনেক সময় দেখা যায়, সমালোচনার ক্ষেত্রে আমরা কোনও নীতি অনুসরণ করে চলি না। এর দ্বারা আমি একথা বলছি না, দলের মধ্যে আলোচনা বা সমালোচনা বন্ধ করতে হবে। এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আলোচনা বা সমালোচনা সবই দলের মধ্যে চলবে এবং সবসময়ই তা খোলাখুলিভাবে এবং মুক্ত পরিবেশে হওয়া উচিত। এ বন্ধ করা যায় না এবং করা উচিতও নয়। কেন না তাতে দলের স্বাস্থ্য নষ্ট হতে বাধ্য। আবার আলোচনা বা সমালোচনা যদি নীতি মেনে না চলে, তাতে যদি সুনির্দিষ্ট 'মেথড' (পদ্ধতি) না থাকে — অর্থাৎ তা যদি দলের চিন্তা, আদর্শ ও মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, দলের নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য না করে, দলের সংগঠন ও গণসংগ্রামগুলিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে দলের পরিকল্পনাগুলিকে রূপ দিতে সাহায্য না করে এবং উল্টে পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং সাধারণভাবে

৫ আগস্ট, ১৯২৩ — ৫ আগস্ট, ১৯৭৬

কর্মীদের মধ্যে নিষ্ক্রিয় মানসিকতার জন্ম দেয় — তাহলে বুঝতে হবে, সেই ধরনের আলোচনা বা সমালোচনা নিঃসন্দেহে নীতিহীন, যা সমালোচনার মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেয়।

যে কোনও আলোচনা ও সমালোচনার সময় কমিউনিস্টদের কাছে সমালোচনার আসল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য কী, সে সম্পর্কে কর্মীদের একটা কথা সবসময়ই মনে রাখতে হবে। তাদের মনে রাখতে হবে, এর তাৎপর্য হচ্ছে — প্রথমত, যে সমালোচনা করে, তার নিজের যদি কোনও ভুল তার অজ্ঞাতসারেই থাকে, এই সমালোচনার মধ্য দিয়ে তা শোধরাবার পথ বের করা। দ্বিতীয়ত, দলের এবং বিপ্লবের স্বার্থকে সামনে রেখে অপরের ভুলগুলোকে শোধরানো এবং দলীয় সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী তত্ত্ব, বিপ্লবী রাজনীতি, আদর্শ, মতবাদ ও তার প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে নেতা, কর্মী ও জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা এবং নেতা, কর্মী ও জনসাধারণকে জড়িত করে বিপ্লবের স্বার্থে একত্রে কী করে কাজ করতে হয় তার যথার্থ শিক্ষা দেওয়া। বিপ্লবীদের কাছে, কমিউনিস্টদের কাছে, এটাই হল সমালোচনার একমাত্র প্রয়োজনীয়তা এবং কার্যকারিতা। বিপ্লবীদের কাছে সমালোচনার পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমে আত্মসমালোচনা ও পরে অন্যদের সমালোচনা। অর্থাৎ আগে নিজের সমালোচনা, সাথে সাথে সাধারণভাবে দলের নীতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে সমালোচনা এবং দলের নেতা ও কর্মীদের সেই নীতি ও পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে তাদের আচরণ সম্পর্কে সমালোচনা। তাই আত্মসমালোচনার মনোভাবকে ভিত্তি করে সমালোচনা চালাতে পারলে তবেই বিপ্লবের অনুকূলে তার যথার্থ কার্যকারিতা রয়েছে।

কোনও সমালোচনার ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় সমালোচনা এই নীতি বা পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না, তাহলে প্রকাশভঙ্গিমা তার যত সূক্ষ্মই হোক না কেন, একটু খোঁজ নিলেই বা বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, ব্যক্তিগত কিছু কিছু বিক্ষোভ বা অসন্তোষের ফলেই সমালোচনার ধারা এইরকম রূপ নিচ্ছে। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিক্ষোভের রূপ যতই ফেটে পড়ুক না কেন, এ ধরনের সমালোচনা যাঁরা করেন তাঁরা তা জেনে বুঝে করেন না বা কোনও মতলব থেকে করেন না। 'অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পার্টি এডুকেশন'-এর (সঠিক পার্টি-শিক্ষার) অভাব থাকার ফলেই কমরেডরা এতে জড়িত হয়ে পড়েন এবং জড়াতে জড়াতে শেষপর্যন্ত একটা 'প্রসেস'-এর (প্রক্রিয়ার) 'ভিক্‌টিম' (শিকার) হয়ে পড়েন। আর এভাবে চলতে চলতে কোনও কমরেড যখন সেই প্রক্রিয়ার শিকার বনে যান তখন তাঁরা নিজেদের সমালোচনার ধারাকে যতই সঠিক বলে মনে করুন না কেন, আসলে তাঁদের মানসিকতা এবং কার্যকলাপ যে এমনকী তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পার্টিবিরোধী রূপ নিচ্ছে, দলের সংহতিকে দুর্বল করছে এবং বিশেষ করে দলের নেতৃত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে, তা তাঁরা বুঝতেই পারেন না। এ কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁরা অনেক সময় 'যেহেতু দলের নেতৃত্বকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা চলে না, অতএব দলকে সাহায্য করার অর্থেই সমালোচনা করা প্রয়োজন' — এই যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে নীতিহীন আলাপ-আলোচনা ও সমালোচনা করে থাকেন। আর এসব ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। যে কমরেডরা অসন্তুষ্ট, তাঁরা তাঁদের অসন্তোষ থেকেও অনেক বন্ধু জুটিয়ে নেন। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তাঁদেরই, যাঁদের মনে কোনও কারণে ব্যক্তিগত বিক্ষোভ জমা হয়ে আছে। পরস্পরের মধ্যে এই বিক্ষোভই পরস্পরকে মিলিয়ে দেয়।

* * *

আমরা মার্কসবাদীরা, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীরা জানি, আমরা যা হতে চাই এবং যা হওয়া উচিত বলে মনে করি, আমরা মনে করি বা চাই বলেই আমরা তা হই না এবং হতে পারি না। এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে একটা 'গিভ্‌ন কন্ডিশনে' (বিশেষ পরিস্থিতিতে) যেটা একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি — অর্থাৎ যা অনুসরণ করে চললেই আমরা যা হতে চাই তা হতে পারি, বাস্তব ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছি কিনা তার ওপর। কমরেডদের মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র বইপড়া জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য এর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে না। তাই কেবলমাত্র পাণ্ডিত্য বা বইপড়া জ্ঞান দিয়ে এর উত্তর মিলবে না এবং সমাধানেরও হদিশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটা বিশেষ সময়ে ও বিশেষ পরিবেশে দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবী সংগ্রাম ও দলের সংগঠন যে স্তরে রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে দলের কর্মীদের আদর্শগত চেতনার মান ও দলের বাইরে যে বিরাট জনসাধারণ রয়েছে, তাদের চেতনার স্তর ও সংস্কৃতিগত মান যথাযথভাবে নির্ধারণ করে পার্টির বিপ্লবী তত্ত্বগুলোকে বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলেই একাজে সফল হওয়া সম্ভব। এখানে ব্যক্তিগত আচরণের ছোটখাটো জিনিসগুলোকেও অবহেলার চোখে দেখা ও সে সম্পর্কে উদাসীন থাকা গুরুতর অপরাধ। এ কথাটা যেমন ঠিক, তেমনি সমষ্টিগত আচরণের ক্ষেত্রে কারোর ব্যক্তিগত আচরণের ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে সমালোচনার সময় একথাও সবসময় মনে রাখতে হবে, দলের সামগ্রিক স্বার্থের দিকে লক্ষ না রেখে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করাও অনিষ্টকর — যদিও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক বিপ্লবীর কাছে নিজস্ব আচরণের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত।

* * *

মনে রাখা দরকার, বই পড়ে — অর্থাৎ মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন-স্ট্যালিন প্রভৃতি নেতা ও চিন্তাবিদরা যেসব বই লিখেছেন এবং যেসব তত্ত্ব তুলে ধরেছেন সেগুলো জানার মধ্য দিয়ে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি তা হল মার্কসবাদী তত্ত্বের একটা সাধারণ দিক। কিন্তু শুধুমাত্র বই পড়ার মধ্য দিয়ে এই যে জ্ঞান আমরা অর্জন করি, এটাই কি যথার্থ জ্ঞান? না, এ জানা যথার্থ জ্ঞান নয়। কারণ আমাদের দেশে ইংরেজি জানা একজন লোকের পক্ষে এসব খবর জানতে ছ'মাসের বেশি সময় লাগে না। এই সময়ের মধ্যেই একজন ব্যক্তি একটু চেষ্টা করলে অনেক কিছু মুখস্থ করে ফেলতে পারেন। কিন্তু তার দ্বারা কি এটা প্রমাণ হয়ে যায়, তিনি খুব মস্তবড় বিপ্লবী তাত্ত্বিক বা 'থিয়োরেটিসিয়ান'? যেসব কর্মী এতসব বইপত্র পড়েননি বা পড়ার সুযোগ পাননি, তাঁদের চাইতে তিনি হয়তো ইতিমধ্যেই যেসব তত্ত্বগুলি লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে তা নির্ভুলভাবে বলতে পারেন। বলতে পারেন, কখন কোন বইয়ে লেনিন কী বলেছিলেন, বা মাও-এর কোন বইয়ের কোন পাতায় কোন 'কোটেশন' লেখা আছে। কিন্তু তার দ্বারা কি এটা প্রমাণিত হয়, তিনি অনেক বেশি জ্ঞানী? এটা মোটেই বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না। কেননা অনেক সময়ই দেখা যায়, যে কমরেডটি এত বই পড়েননি বা অতটা খবর রাখেন না, তিনি কিন্তু জানেন কীভাবে গণআন্দোলন সংগঠিত করতে হয়, পার্টির সংহতি কীভাবে রক্ষা করতে হয়, কীভাবে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হয় এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগতভাবে বিপ্লবী হিসাবে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় — অর্থাৎ তিনি জানেন সত্যিকারের বিপ্লবী আচরণবিধি কী এবং সেইভাবে তিনি ব্যবহারও করেন।

কিন্তু আর একটি কমরেড অত বই পড়েও, অত খবর রেখেও, জানেন না বিপ্লবীদের কীভাবে আচরণ করতে হয়। বরঞ্চ প্রায়শই দেখা যায়, যেহেতু তিনি অনেক 'রেফারেন্স' দিতে পারেন এবং

চারের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তাই আমাদের হাতিয়ার

তিনের পাতার পর

প্রয়োজনমত যে কোনও কোটেশন বলতে পারেন সেহেতু অনেক সময় কর্মী ও জনগণের চেতনার মান নিম্নস্তরে থাকার ফলে তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে ওপর-ওপর বেশ একটা তারিফও হয়। কিন্তু বিপ্লবী তত্ত্ব সম্পর্কে যদি গভীর উপলব্ধি না থাকে তাহলে এই সমস্ত কমরেডদের বক্তব্যের দ্বারা দলের তত্ত্ব কার্যকরীভাবে উপস্থাপনার বদলে রেফারেন্স-এর চাপে অনেক সময় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং তার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। অথচ অপরদিকে যে কমরেডটি বিপ্লবী তত্ত্বকে যথাযথ ভাবে আয়ত্ত করেছেন তিনি এত রেফারেন্স না দিতে পারলেও অপরের বিপ্লবী চরিত্র গঠন করার ক্ষেত্রে, অপরকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে, দলের বক্তব্য কার্যকরীভাবে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য বেশি 'এফেক্টিফভ' (কার্যকরী) হয়। তাহলে যে কমরেডটি এত খবরাখবর রাখেন এবং বলতে জানেন — তিনি জ্ঞানী? নাকি, অপর একটি কমরেড যিনি ঐ খবরগুলো হয়তো এখনও জানার সুযোগ পাননি, কিন্তু ঐ খবরগুলো যেজন্য দরকার সেই মূল ব্যাপারটি আয়ত্ত করেছেন — তিনি জ্ঞানী? আসলে দেখা যাচ্ছে, এই দ্বিতীয় কমরেডটি সত্যিকারের সংস্কৃতির স্বাদ পেয়েছেন, যথার্থ শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গিকে আয়ত্ত করেছেন এবং বিপ্লবী চেতনার 'কংক্রিট এক্সপ্রেশন' (বিশেষীকৃত প্রকাশ) এবং যথার্থ 'ক্লাস কনডাকটের' (শ্রেণী-আচরণের) অধিকারী হয়েছেন।

* * *

বিপ্লবের প্রতি আনুগত্যের মানে হচ্ছে নিরঙ্কুশভাবে শ্রেণীর প্রতি আনুগত্য। এই যে শ্রেণীর প্রতি আনুগত্যের কথা বলা হচ্ছে, এর সঠিক রূপ কী? এর সঠিক রূপ হচ্ছে, 'ক্লাস পার্টি' বা শ্রেণীদলের প্রতি আনুগত্য। ফলে শ্রেণী এবং শ্রেণীদলের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও অশেষ মমত্ববোধই হচ্ছে শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণী-উপলব্ধির বিশেষীকৃত প্রকাশ।

* * *

কোড অব কনডাক্ট বা আচরণবিধি আয়ত্ত করার একটা প্রধান শর্ত হল — বিপ্লবের সঙ্গে, শ্রেণীর সঙ্গে এবং দলের সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তোলা। এই একাত্মতাবোধ যাঁর তীব্র তিনি নিজের মধ্যে ব্যক্তিসত্তা বা অহম্ যেগুলো প্রতিমুহূর্তে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমাদের বিপথে চালিত করতে চায় — অসন্তুষ্ট, বিক্ষিপ্ত এবং অশান্ত করে তোলে — তাকে দমন করতে পারেন। এটা হল সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আমাদের চিন্তাগত প্রক্রিয়াটা যখন ব্যক্তিগত, সেক্ষেত্রে পার্টির সাথে একাত্মতা গড়ে তোলার সংগ্রাম আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে খুব জরুরি। এই একাত্মতা গড়ে তোলার সংগ্রামে যদি কেউ পিছিয়ে থাকেন তাহলে বাইরের পরিবেশ তাঁকে যত শিক্ষাই দিক, ব্যক্তিসত্তার উৎপাত থেকে তিনি নিজেকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবেন না।

* * *

কর্মীদের একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, যত ক্ষুদ্র আকারেই হোক না কেন, ব্যক্তিবাদ বা অহমবোধ ... থেকে গেলে একদিন এর থেকেই রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, হঠকারিতা ও সংশোধনবাদের জন্ম হয়। না হলে এ জিনিস কোনমতেই বোঝা যাবে না, একদিনের বহু স্বার্থত্যাগকারী একজন বিপ্লবী কর্মী কীভাবে পরবর্তী জীবনে সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলন থেকে ধীরে ধীরে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যান বা সংশোধনবাদীতে রূপান্তরিত হন।

* * *

মনে রাখা দরকার, যে কোনও সমালোচকই — তিনি বাইরের লোক হোন বা দলের লোক হোন বা শত্রুপক্ষের লোক হোন — আমরা মনে করি, তিনি আমাদের শিক্ষক।

* * *

মনে রাখা দরকার, সমস্ত তর্কবিতর্ক ও আলোচনার ক্ষেত্রে যেখানে বিপ্লবী তত্ত্ব নিয়ে লড়াই সেখানে শত্রুতা গড়ে ওঠার কোনও সুযোগ নেই। পার্টির জন্য যিনি জীবন দিতে পারেন তাঁর পার্টি সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ মনোভাব হবে কেন? হয়তো এমন হতে পারে, পার্টির কোনও সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারছেন না। যদি এই মতপার্থক্যের চরিত্র মৌলিক হয় তাহলে তিনি আলাদা পার্টি করবেন। সেখানে লড়াই তাঁর সোজা — সরাসরি লড়াই। সেখানে 'ব্লিক্-কোটারি'র (গোষ্ঠী চক্রান্তের) কোনও ব্যাপারই নেই। সমস্ত ব্যাপারটাই সরাসরি। এক্ষেত্রে তাঁর তো ফিস্ ফিস্ করার কোনও প্রয়োজন নেই। আর যদি ব্যাপারটা এমন হয়, পার্টির মূল রাজনৈতিক বক্তব্যের সাথে তাঁর মিল আছে — এই পার্টিই তিনি করবেন, এটাই তাঁর সিদ্ধান্ত — কিন্তু কতগুলো ব্যাপারে মতপার্থক্য ঘটেছে, তাহলে সেগুলো সরাসরি আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাধান করে নেবেন। তার জন্য পার্টির মধ্যে একদল কর্মীর বিরুদ্ধে আর একদল কর্মীর, এর সাথে তার — এইরূপ নানাভাবে নানাজনের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিষিয়ে তোলার কোনও প্রয়োজন নেই। পার্টির অভ্যন্তরে আমরা অনেক কথা ভাবি। এই ভাবনা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত দুই-ই। কিন্তু কর্মীদের মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিগত ভাবনা — সমষ্টিগত ভাবনারই ব্যক্তি-প্রতিফলন হওয়া দরকার। ফলে এই ব্যক্তিগত ভাবনার রীতিটা সব ব্যাপারে কী হওয়া উচিত? তা হচ্ছে, এই ব্যক্তিগত ভাবনার সাথে দলগত ভাবনার যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সেটাকে রিজল্ভ্ (সমাধান) করে প্রতিটি ব্যাপারে দলগত ভাবনাকেই গ্রহণ করতে হবে। এটাই হচ্ছে দলের সাথে ব্যক্তির 'আইডেন্টিফিকেশন'-এর (নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার) সংগ্রামের পূর্ব শর্ত।

* * *

কর্মীদের একটা কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে, মতপার্থক্যের বিষয়বস্তু যত তুচ্ছই হোক, ছোটখাটো ঘটনা বিচারের ক্ষেত্রেও যদি ভিন্ন মত থাকে, তাকে তুচ্ছ বলে সমাধান না করে নিলে সেটা একদিন রাজনীতির ক্ষেত্রেও ব্যাপক আকার নিয়ে দেখা দিতে পারে। তাই তুচ্ছ বলে মনে করে কোন ঘটনাকেই এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। অনেক সময় আলোচনা করলে দেখা যায়, অনেক কর্মী স্বীকার করেন তাঁদের মধ্যে একটু অন্য ধারণা আছে। তবে তাঁরা মনে করেন সেটা খুবই ইন্সিগ্নিফিক্যান্ট (নগণ্য)। ফলে আলোচনা করে সেসব জিনিস তাঁরা থ্র্যাশ্ আউট (দূর) করতে চান না, বা পরিষ্কার করে নেন না। প্রশ্ন করলে বলেন, ওটা এমন কিছু নয়। বলেন, বৃহত্তর ক্ষেত্রে তো ঐক্য আছে — ফলে এসব নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কিছু নেই। আমি বলি, এত ইন্সিগ্নিফিক্যান্ট যদি তাঁরা মনে করেন তাহলে তাঁদের মনের মধ্যে এত দ্বন্দ্ব দেখা দেয় কেন, এবং তা তাঁদের মনকে এত অশান্ত করে তোলে কেন, বা তাঁরা এত অসন্তুষ্ট বা ডিস্ট্যার্ব ফিল্ (বিরক্তি অনুভব) করেন কেন? আসলে মুখে তাঁরা যাই বলুন, তাঁদের কাছে এটা তুচ্ছ নয়। এ প্রসঙ্গে আর একটা বিষয় মনে রাখা দরকার। কোন কর্মীর মতপার্থক্যের কোনও বিষয়বস্তু বা কোনও ধারণা যত তুচ্ছই হোক, সেটা আলোচনা করে সমাধান না করে নিলে সেটা তাঁর চিন্তার প্রক্রিয়াকে, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে, যত সূক্ষ্মভাবেই হোক প্রভাবিত করে। এসব মনোভাবের ফলে অনেক ভাল ভাল কর্মীর অনেক ক্ষতি হয়। তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে ফেলেন।

* * *

মন হল অনেকটা আয়নার মতো। আয়না যেমন ঝকঝকে না রাখলে মুখের প্রতিবিম্ব ভাল পড়ে না, তেমনি ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে হোক্, বা কোনও একটা কমরেড সম্পর্কে কোন ভাবনা বা গ্রিভান্স্ (বিক্ষোভের মনোভাব) নিয়ে হোক্, অথবা দলের তত্ত্বগত বা সংগঠনগত কোনও সমস্যাকে কেন্দ্র করেই হোক্ — তার মধ্যে ভুলশুদ্ধ কী আছে না আছে সে কথা বলছি না — সেটা তো বিচার বিবেচনার প্রক্রিয়াতেই ধরা পড়বে — কারোর মন যদি অপ্রসন্ন থাকে, বা ভার হয়ে থাকে তাহলে বিভিন্ন আন্দোলন, বিভিন্ন ঘটনা, কমরেডদের জীবনযাত্রা —অর্থাৎ পার্টির মধ্যে যা কিছু ঘটছে তার প্রতিচ্ছবি তাঁর মনের মধ্যে কী হবে? সেই প্রতিচ্ছবি কিছুতেই পরিষ্কার হতে পারে না। দেন্ ওয়ান্ টেক্স্ এ ফল্স পিক্চার অব দ্য রিয়্যালিটি, সিন্স্ ইট ইজ এ ক্লাউডি গ্লাস্ (তাহলে বাস্তব ঘটনার অসত্য প্রতিচ্ছবি তিনি দেখবেন — কারণ আয়নাটা তাঁর অস্বচ্ছ)। মন যদি অস্বচ্ছ থাকে তবে বাস্তব জগতের যথার্থ প্রতিফলন ঘটতেই পারে না। ভাল ভাল অনেক কিছু দেখবার থাকলেও, এবং সেটা দেখবার মত কারোর ক্ষমতা থাকলেও, মন স্বচ্ছ না থাকলে তা তিনি দেখতে পাবেন না। তাতে যিনি দেখতে পেলেন না তাঁরই ক্ষতি। কারণ ধীশক্তি, বুদ্ধি এবং ইন্টেলিজেন্স্ (বিচারক্ষমতা) থাকা সত্ত্বেও তিনি একটা সত্যকে দেখতে পেলেন না। তাই আমি বলি, অযথা মনকে ভারাক্রান্ত করবেন না। মন ভারাক্রান্ত থাকলে বাস্তব জগতের সঠিক প্রতিফলন হয় না। তাই যা কিছু বক্তব্য থাকুক এবং তা যত তুচ্ছই হোক্ না কেন, তাকে আলোচনার দ্বারা রিজল্ভ্ (সমাধান) করে আপনাদের মনকে মুক্ত করতে হবে।

* * *

যে সমস্ত কর্মীরা নিজেদের ত্রুটিমুক্ত করার জন্য পার্টির এই সর্বাত্মক সংগ্রামে নিজেকে জড়িত করেন না, পার্টি তাঁদের হাতে করে গড়ার চেষ্টা করলেও তাঁরা নিজেদের এই ত্রুটি থেকে মুক্ত করতে পারেন না এবং এর ফলে তাঁরা এই অভ্যাসের জন্য কিছুতেই পার্টির সাংগঠনিক অর্গ্যানিজম্-এর (সজীব প্রক্রিয়ার) অঙ্গ হতে পারেন না। নেতৃত্ব চেষ্টা করে তাঁদের সাংগঠনিক সজীব প্রক্রিয়ার মধ্যে জড়াতে চাইলেও তাঁরা জড়ান না। ফলে তাঁদের মধ্যে যদি বড় নেতা হবার কোনও সুপ্ত ক্ষমতা থাকে সেটাকেও তাঁরা বিপ্লিত করেন, আর ক্রমাগত খুঁত ধরতে থাকেন নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে। অনেক ভাল ভাল কর্মীর মধ্যেও এসব ঘটে থাকে।

* * *

বিপ্লবী আন্দোলন পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই সমস্ত নেতাদের দ্বারা — যাঁরা সংসদীয় রাজনীতির 'ফোরামে' অংশগ্রহণ করার দ্বারা, অথবা অন্য কোনও প্রক্রিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে যাওয়ার পর অধিকতর জনপ্রিয় হওয়ার ঝোঁকে কমিউনিস্ট রীতিবিরোধী পপুলিস্ট জেসচার্-এর (চালচলনের) দিকে ঝুঁকতে থাকেন এবং অন্যদিকে পার্টির সাথে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার প্রতিনিয়ত সংগ্রামে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকেন। আমি আগেই বলেছি, কোনও কর্মী ও নেতার কোনও পরীক্ষাই চূড়ান্ত পরীক্ষা নয়। সংগ্রাম ঠিকমতো চালাতে না পারলে, কম্প্লাসেন্সি-র (আত্মসন্তুষ্টির) মনোভাব গড়ে উঠলে, তাঁদেরও পতন ঘটতে থাকে। বিপ্লবী কর্মীদের এবং নেতাদের এই কথাটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে, জনসাধারণের সঙ্গে মিশে সমস্ত প্রকার অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনতাকে প্রতিনিয়ত সংগঠিত করার সময়ে জনতার সঙ্গে মেশার ক্ষেত্রে তাঁরা যেন সর্বদাই প্রোলেটারিয়ান ন্যায়নীতির দ্বারা পরিচালিত হন এবং সহজে জনপ্রিয় হবার ঝোঁকে কোনও সময়েই বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া ভণ্ডামির — অর্থাৎ বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়াদের মত পপুলিস্ট চালচলন বা মুভমেন্ট-এর (আচার-আচরণের) শিকার না হয়ে পড়েন। মনে রাখা দরকার, জনসাধারণের সাথে সংযোগ রক্ষা করে তাদের সংঘবদ্ধ করা ও সংগঠিত করার সময়ে বিপ্লবীদের আচরণ ও রুচিগত মানের যে প্রকাশ ঘটে, তার দ্বারাই অনেকসময় বিপ্লবী তত্ত্বের উপলব্ধি জনতার সামনে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় এবং জনতার রুচির মানও তার দ্বারা ধীরে ধীরে উন্নত হয়। আবার সাথে সাথে একথাও মনে রাখা দরকার, বিপ্লবীদের আচরণ যেমন বিপ্লবী চেতনা, রুচি ও মানসিকতায় জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে তেমনি জনতার কাছ থেকেও বিপ্লবীদের অনেক কিছু শেখার আছে। কিন্তু জনতার কাছ থেকে একমাত্র তাঁরাই শিখতে পারেন যাঁরা বিপ্লবী আদর্শকে ভিত্তি করে বিপ্লবী কায়দায় জনতার সাথে মিশতে পারেন। তা নাহলে তার ফল কী দাঁড়ায়? বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া পপুলিস্ট চালচলন এবং আচার-আচরণের শিকার হয়ে গিয়ে সহজে জনপ্রিয় হবার ঝোঁকে জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান সমাজব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়মে যে রুচিবোধ গড়ে উঠেছে তাকেই ক্রমাগত সন্তুষ্ট রাখতে গিয়ে বিপ্লবী কর্মী ও নেতাদের রুচির মানও ক্রমাগত নিচের দিকে নামতে থাকে। এই বিপ্লবী কায়দা আয়ত্ত করার প্রধান বিষয় হল, বুর্জোয়াদের পপুলিস্ট চালচলন ও আচার-আচরণের দ্বারা জনপ্রিয়তা অর্জন করার প্রক্রিয়াটির সাথে বিপ্লবীদের পপুলার হওয়ার সম্পূর্ণ যে ভিন্ন চরিত্র বর্তমান, বিপ্লবী তত্ত্বের ক্রমাগত চর্চা ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করা। না হলে মুখে বিপ্লবী তত্ত্ব এবং বিপ্লবী আদর্শের কথা বলব আর আচরণ করব বুর্জোয়াদের মতো, এ হলে 'বিপ্লবী' কথাটা একটা কথার কথাই থেকে যায়। সংখ্যায় কম হলেও যে সমস্ত নেতা ও কর্মীদের মধ্যে এ ধরনের লক্ষণ কম হলেও দেখা যাচ্ছে, তাদের এবিষয়ে সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে।

* * *

কর্মীদের মধ্যে পরস্পর আলোচনা ও সমালোচনার ক্ষেত্রে একে অপরের ত্রুটি ধরার এবং তা নিয়ে অহেতুক সমালোচনা করার একটা প্রবণতা দলের অভ্যন্তরে প্রায়ই লক্ষ করা যায়। এইভাবে সমালোচনার ক্ষেত্রে কমরেডরা প্রায়শই কমিউনিস্ট রীতিনীতি মেনে চলেন না। কমিউনিস্টরা প্রতিটি মানুষকে বিচারের ক্ষেত্রে প্রথমে নিজের দোষ থেকে শুরু করে এবং অপরের গুণ থেকে শুরু করে। কমিউনিস্টরা জানে, প্রতিটি মানুষই দোষে-গুণে মানুষ। এমন কোনও মহৎ বা বিরাট মানুষ হতে পারেন না যাঁর সম্পূর্ণটাই গুণ, একেবারে দোষ নেই। আবার এমন খারাপ মানুষ থাকতে পারেন না যাঁর সবটাই দোষ, কোনও গুণ নেই। প্রতিটি মানুষই কমবেশি দোষে-গুণে মিলিয়ে মানুষ। কাজেই অপরের দোষগুলিকে দূর করে তাঁর গুণগুলিকে বিকশিত করতে হলে দোষগুলি নিয়ে ক্রমাগত না খুঁচিয়ে তাঁর যতটুকু গুণ আছে তাকে উৎসাহিত করাই হচ্ছে কমিউনিস্ট রীতিসম্মত কাজ। আর এইভাবেই তাঁর গুণগুলিকে উৎসাহিত করার পথে সেই ব্যক্তির গুণাবলী বৃদ্ধির সাথে সাথে দোষগুলি এলিমিনেটেড (দূর) হয়ে যায়।

* * *

কারোর কারোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, আলাপ-আলোচনার পর নিজের মতের সঙ্গে না মিললে তাঁরা হয়তো শেষপর্যন্ত মেনে যান — কিন্তু সম্মিলিত সিদ্ধান্তের কাছে হ্যাপিলি সাব্মিট (আনন্দের সাথে নিজেকে সমর্পণ) করতে পারেন না। এটা হওয়া উচিত নয়। যে কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা যতদূর করা সম্ভব — কর্মীরা তা করবেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সন্তুষ্ট না হতে পারলে সিদ্ধান্ত জানতে চাইবেন। সিদ্ধান্ত জেনে আনন্দের সঙ্গে তাকে মেনে নেবেন। চিন্তাগত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দিক কিছু না থাকলে এতে অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এস ইউ সি আই ছাড়া কোনও দলই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে না

আসাম রাজ্য সম্মেলনে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

এস ইউ সি আই আসাম রাজ্য সম্মেলন ২-৪ অক্টোবর রাজধানী গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হয়। ২ অক্টোবর সোনারাম হাইস্কুল ময়দানের প্রকাশ্য সভায় ১৪টি জেলা থেকে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র যুব সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মী-সমর্থক ও দরদীরা এসেছিলেন। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্যাণ চৌধুরী। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৩-৪ অক্টোবর বিষ্ণু নির্মলা ভবনে। কমরেড কল্যাণ চৌধুরীকে সম্পাদক করে ১৭ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

প্রকাশ্য সমাবেশে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের প্রিয় দল এস ইউ সি আই-এর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস আগামী ১১-১৭ নভেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের প্রতিটি রাজ্য থেকে সংগ্রামী প্রতিনিধিরা এই ঐতিহাসিক পার্টি কংগ্রেসে সমবেত হবেন। ভারতের বাইরের পনেরোটিরও বেশি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন এবং তাঁরা প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন। একটা বিপ্লবী দলের, বিশেষ করে আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর পার্টি কংগ্রেস একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা নয়। পার্টি কংগ্রেস তখনই অনুষ্ঠিত হয়, যখন দেশের বিভিন্ন সমস্যা তথা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যথাযথ বিশ্লেষণ তুলে ধরে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জরুরি প্রয়োজন দেখা দেয়। সমগ্র বিশ্বে আজ যে কঠিন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তার প্রতিফলন ঘটছে দেশের অভ্যন্তরেও, তার কারণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করে দেশের মেহনতি মানুষের সামনে তুলে ধরে সংগ্রামের সঠিক পথ দেখানো এখন প্রয়োজন।

কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, ১৯৪৮ সালে সর্বহারার মহান নেতা, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে ওঠার পর থেকেই বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছে। দেশের শোষিত জনসাধারণের প্রতি দায়বদ্ধতার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দায়বদ্ধতা বহন করে এসেছে। আজ আন্তর্জাতিক জটিল পরিস্থিতির যথার্থ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীর মূল কারণ নির্ধারণ করে জনসাধারণের সামনে নতুন করে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বর্তেছে। এই লক্ষ্য থেকেই দলকে অধিকতর শক্তিশালী করে ভারতের বিপ্লবের প্রকৃত ভ্যানগার্ড হিসাবে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে যথার্থ ভূমিকা পালন করার জন্যই এই পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তারই প্রস্তুতিতে আসামের এই রাজ্য সম্মেলন। আসাম রাজ্য সম্মেলনের এই প্রকাশ্য সমাবেশে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সংগ্রামী প্রতিনিধিবৃন্দ ও উপস্থিত জনসাধারণের প্রতি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে তিনি বিপ্লবী অভিনন্দন জানান।

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে দেশের ৯০ ভাগ শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের জীবনে অভাব, দারিদ্র, যন্ত্রণা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। দেশের সমস্ত রাজ্যের সমস্ত জায়গায় মেহনতি মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন আজ প্রায় নিঃশেষিত। গ্রামগুলোর দিকে তাকানো যায় না। দেখার মন ও হৃদয় থাকলে যে কোনও মানুষের অতি সহজেই এই উপলব্ধি হবে যে, দারিদ্রের তীব্রতার ফলে দেশের গ্রামগুলো আজ শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছে। দারিদ্রের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে লক্ষ লক্ষ মানুষ শহরের দিকে ছুটছেন, কিন্তু শহরেও কোনও কাজ পাচ্ছেন না। দেশের সর্বত্র কলকারখানা তো গড়েই ওঠেনি, কিন্তু বড় বড় শহরকে কেন্দ্র করে যে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক গড়ে উঠেছিল, অতি দ্রুত সেগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত হচ্ছে। মানুষের বেঁচে থাকার প্রথম প্রয়োজন জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা। কর্মসংস্থান গড়ে তোলা সকল সভ্য দেশের সকল সভ্য সরকারের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। কিন্তু আজ কোথাও তা মানুষ পাচ্ছে না। দেশে এমন কোনও জায়গা নেই, যেখানে বেকারত্বের তীব্রতা শিক্ষিত অশিক্ষিত যুবক যুবতীকে জর্জরিত করছে না। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আকাশচুম্বী মূল্যবৃদ্ধি। ফলে আজ সাধারণ মানুষের আয় প্রায় শূন্যে ঠেকেছে। প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার ৮০ ভাগ মানুষ আজ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করছেন। এই অসহনীয়

সোনারাম হাইস্কুল ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশে কমসোমলের গার্ড অফ অনার। মঞ্চে নেতৃবৃন্দ।

পরিস্থিতি আসাম থেকে গুজরাট, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা — দেশের সর্বত্র বিরাজ করছে। দেশের জনসাধারণের জীবনে এটা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, স্বাধীনতার ৬২ বছরে জনসংখ্যার ১০ ভাগ ধনী আরও ধনী হয়েছে এবং ৯০ ভাগ সব হারিয়ে দারিদ্রের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু কামনা করছে। তিনি আরও বলেন, এই স্বাধীনতা অর্জন করতে আসমুদ্রহিমাচলে একদিন ছাত্র যুবক সহ সমস্ত বিবেকবান মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক দুর্দান্ত সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগে নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একথাই বোঝাতে চেয়েছিল যে, স্বাধীনতা চাইলে পরিণতি এরকমই হবে। তাদের সে স্পর্ধাকে ভেঙে চুরমার করে ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং-এর পথ অবলম্বনে মৃত্যুভয়হীন হাজার হাজার মানুষ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে তাড়িয়ে ছিল। স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণকে বোঝাতে গিয়ে সেদিন গান্ধীজি জহরলাল নেহেরুরা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ লুণ্ঠনই জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা-দারিদ্রের কারণ বলে বর্ণনা করে বলেছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এদেশ থেকে তাড়াতে পারলেই জনসাধারণ সুখী জীবনের অধিকারী হবে। তাদের এই আশ্বাসবাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করে কোটি কোটি মানুষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তার ধাক্কায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এদেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এই স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের সেই আকাঙ্ক্ষার কতটুকু পূরণ হয়েছে, সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পরস্পরবিরোধী দুটি শ্রেণী পরস্পরবিরোধী দুটি শ্রেণীস্বার্থ নিয়ে চলছিল। একদিকে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিগোষ্ঠী — টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, খৈতান প্রভৃতি এবং অন্যদিকে ৯০ ভাগ সাধারণ শোষিত মানুষ। মুষ্টিমেয় এই পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে ব্রিটিশের ছত্রছায়ায়, ব্রিটিশের বেঁধে দেওয়া শর্তের ভিতরে থেকে কাজ করতে হয়েছিল, তাই তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে তাড়াতে পারলে তারা ভারতীয় বাজারের অধিকারী হবে এবং জনসাধারণকে শোষণ করার একচ্ছত্র অধিকার পাবে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ছিল ব্রিটিশের অত্যাচার থেকে মুক্তি, সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি, ধনীদের অত্যাচার থেকে মুক্তি। কিন্তু সেদিন জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার অভাবজনিত কারণে সাধারণ মানুষ পুঁজিপতিদের চক্রান্তকে ধরতে পারেনি। পুঁজিপতিশ্রেণীর এই চক্রান্তকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কোনও উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তিও সেদিন ছিল না। ফলে জনসাধারণের জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও ত্যাগকে আত্মসাৎ করে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেল।

কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন যোদ্ধা কমরেড শিবদাস ঘোষের বয়স ছিল তখন খুবই কম। সেদিন এই সত্য প্রচার করে জনসাধারণকে ধরিয়ে দেওয়ার মতো কোনও হাতিয়ার তাঁর হাতে ছিল না। কমিউনিস্ট নামধারী সিপিআই দলের উপস্থিতি থাকলেও প্রকৃত কমিউনিস্ট চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠতে না পারার জন্যই পুঁজিপতিদের এই চক্রান্ত জনসাধারণকে ধরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তারা সেদিন কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে গান্ধী জওহরলালদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে আজকের এই অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে কার্যত সাহায্যই করল। বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী কংগ্রেস নেতৃত্বকে হটিয়ে দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যখন প্রয়োজন ছিল, তখন সে কাজ করতে তারা শুধু ব্যর্থই হয়েছে তাই নয়, বরং কংগ্রেসকে নানাভাবে সাহায্য করেছে।

১৯৪৮ সালে দল গড়ে তুলতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই বিশ্লেষণ তুলে ধরে বলেছিলেন, পুঁজিপতিশ্রেণীর এই চক্রান্তকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কোনও শক্তিই সেদিন কাজ করেনি। ফলে যে স্বাধীনতা এসেছে, তার দ্বারা শোষণের তীব্রতাই শুধু দিনে দিনে বাড়বে, জনসাধারণের জীবনে সুখ শান্তি আসবে না। তাই এখন প্রয়োজন নতুন বিপ্লবী শক্তি গড়ে তুলে নতুন চেতনার জন্ম দিয়ে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা। এ কাজ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে হবে না, পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে হবে বিপ্লবের আঘাতে। পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু যুগে নির্বাচন হচ্ছে জনসাধারণকে প্রতারণা করার, শোষণের জালে আবদ্ধ করার কৌশল মাত্র। বিগত ৬২ বছরে দেশের সমস্ত নির্বাচনই কমরেড শিবদাস ঘোষের এই সত্যকে প্রতিপন্ন করেছে বলে উল্লেখ করেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য।

তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য এদেশে বহু দল আছে, কেবল কংগ্রেস বা চিহ্নিত বুর্জোয়া দলগুলো নয়, নামধারী কমিউনিস্টরা সকলেই পুঁজিপতিশ্রেণীর তাঁবেদার — এই সত্য বুঝিয়ে দিতে কমরেড ঘোষ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরেছেন, এই আসাম রাজ্যেও এসেছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত জনসাধারণকে তিনি এ কথাই বলেছিলেন যে, শোষণ, নির্যাতন, দারিদ্র থেকে মুক্তি পেতে হলে পুঁজিপতিশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করার সংকল্প নিতে হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের ভিত্তিতে সঠিক বিপ্লবী দল গড়ে তোলা।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চরিত্র ও ভূমিকা প্রসঙ্গে কমরেড ভট্টাচার্য প্রশ্ন তোলেন, দেশের ৯০ ভাগ মানুষের জীবনের সকল সমস্যার মূল কারণ যে পুঁজিবাদ, এই সত্য ধরিয়ে দেওয়ার জন্য এস ইউ সি আই-এর বাইরে অন্য সমস্ত দলের অবস্থান কী? পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে অন্য কোনও দলই টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করছে না, বরং পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। ফলে এই সমস্ত দলগুলোকে ভাল করে বিচার করলেই দেখা যাবে, প্রকৃতপক্ষে দেশে দুই পক্ষ বিদ্যমান। শোষিতের পক্ষে একমাত্র এস ইউ সি আই এবং বাকি সব রাজনৈতিক দল শোষকের পক্ষেই কাজ করছে।

রাজ্যের উদ্বেগজনক পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, গত ৪০ বছর ধরে আসামে এই যে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চলছে — কে কাকে মারতে পারে — তার বিরুদ্ধে সঠিক চেতনা গড়ে তোলার কাজ কে কতটুকু করছে? সাহসের সাথে হাজার হাজার ছাত্র-যুবক পুলিশ-মিলিটারির গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন, আবার বহু নিরীহ মানুষও অন্যায় আক্রমণের শিকার হয়েছেন। কিন্তু তার দ্বারা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে চেতনা গড়ে উঠেছে কতটুকু? তাহলে এই প্রাণদান কীসের জন্য? একজন ক্ষুদিরামের প্রাণদান, একজন ভগৎ সিং-এর প্রাণদান স্বাধীনতা আন্দোলনে হাজার ক্ষুদিরাম-ভগৎ সিং সৃষ্টি করেছিল, প্রেরণা জুগিয়েছিল, কিন্তু ২০/২৫ হাজার দেশপ্রেমিক ছাত্র-যুবকের প্রাণদানের বিনিময়ে এই রাজ্যে পরিবর্তন কী হয়েছে? তাহলে তাদের তথাকথিত বিপ্লবের এই অসার তত্ত্ব বুঝে নেওয়ার এবং রাজ্যের জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে। বিপ্লব সম্পন্ন করতে হলে একটি সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের জন্ম দিতে হয় — মহান মার্কস-এঙ্গেলসের এই শিক্ষাকে হাতিয়ার করে মহান লেনিন রুশ দেশে যে কাজটা করেছিলেন,

আটের পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রাক্কালে কমরেড নীহার মুখার্জীর রচনা

কমসোমল

প্রকাশিত হচ্ছে ইংরেজি ও হিন্দিতে

বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজনে আমাদের আরও উন্নত ও যোগ্য হয়ে উঠতে হবে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশনে কমরেড মানিক মুখার্জী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে ৭ অক্টোবর নতুন রাজ্য কমিটির সদস্যদের নাম প্রস্তাব করেন কেন্দ্রীয় স্টাফ ও বিদায়ী রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী। সমর্থন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির ও বিদায়ী রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনিল সেন। এই প্রস্তাব পেশ করার আগে কমরেড মানিক মুখার্জী কিছু বক্তব্য রাখেন, সেটি নিম্নে দেওয়া হল।

কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, নতুন রাজ্য কমিটির প্রস্তাবিত নামগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে আলোচনার ভিত্তিতে স্থির করেছে। চূড়ান্ত অনুমোদন এই সম্মেলনের প্রতিনিধিদের উপর নির্ভর করছে। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা ও কমরেড নীহার মুখার্জীর গাইডলাইন অনুযায়ী এলিভেশন-রেকটিফিকেশন স্ট্রাগলের ধারাবাহিকতায় এবারে যে রিভাইটালাইজেশন - কনসোলিডেশন স্ট্রাগল পার্টির অভ্যন্তরে করা হয়েছে, তার ফলশ্রুতিতে কিছু সিনিয়র কমরেডকে এবার কমিটি থেকে দুঃখজনকভাবে বাদ দিতে হচ্ছে। যদিও তাঁদের জন্য এক বছরের একটা প্রভিশন রাখা হয়েছে। আমরা সকলেই আশা করব, তাঁদের যেসব ত্রুটি চিহ্নিত হয়েছে রাজ্য কমিটিতে, এক বছরের মধ্যে যথার্থ সোস্যালিস্ট স্পিরিটে সংগ্রাম করে তাঁরা সেই ত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত হয়ে আবার রাজ্য কমিটিতে দায়িত্ব নেওয়ার জায়গায় আসবেন। এই প্রত্যাশা আমাদের প্রত্যেকেরই থাকবে।

যদিও চূড়ান্তভাবে বলা যায়না, তবে আমার মনে হয় আমার জীবনে এটাই হয়তো শেষ পার্টি কংগ্রেস। সকল কমরেডের জীবনেই একদিন এটা আসবে। এই পার্টি কংগ্রেসরই একজন তরুণ প্রতিনিধি কয়েকদিন আগে হঠাৎ মারা গেলেন, আসতে পারলেন না। এরকম আরো অনেকেই মারা গেছেন, যারা বেঁচে থাকলে হয়তো আসতেন। এই ব্যথা নিয়েই আমাদের, আপনাদের এগোতে হবে।

এবারের রাজ্য সম্মেলন নানা দিক থেকেই খুব তাৎপর্যপূর্ণ। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কর্মী-সংগঠকরা যেভাবে উদ্বোধনী সভা সফল করলেন, সেটা সমস্ত ডেলিগেট ও কমরেডদের অনুপ্রাণিত করেছে। কর্মীদের মধ্যে শুধু নয়, জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যেও যেভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে বৃষ্টির জন্য যদি মানুষ আটকে না যেতেন, সবাই আসতে পারতেন, তাহলে ওই মাঠে আমরা জায়গা দিতে পারতাম না। তবে মনে রাখবেন, এই উৎসাহ উদ্দীপনাটা কিন্তু পার্টি কংগ্রেসের অনুষ্ঠানকে ঘিরেই শুধু নয়, এটা অনেকেই বুঝছেন যে, পার্টি একটা বিরাট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নূতন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে। আমি যদি এই সংগ্রামে পা মেলাতে না পারি, আমাকে সরে যেতে হবে, নূতন আরও মানুষ আসবে। সংগ্রাম তার নিজ ধারায় ও গতিতে চলতে থাকবে। যারা পিছিয়ে গেলাম, তারা আবার চেষ্টা করব এই সংগ্রামের মধ্যে থেকে নিজেদের উত্তরণ ঘটাবার জন্য। এই স্পিরিটের ভিত্তিতেই আমরা এবারের সম্মেলন পরিচালনা করার চেষ্টা করেছি।

আমি এখানে বলতে পারি যে, আমাদের রাজ্য নেতৃত্বের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি নিঃসন্দেহে আছে। আবার এটাও ঠিক যে, বড় অদ্ভুত ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে পার্টির রাজ্য নেতৃত্বকে কাজ করতে হয়েছে। একদিকে সিপিএমের আমাদের দলের বিরুদ্ধে আক্রমণ, গণআন্দোলনের উপর সি পি এমের বীভৎস ফ্যাসিস্টসুলভ আক্রমণ, সেখানে আমাদের ভূমিকা পালন করার দিক, পাশাপাশি আমাদের দলকে সংবাদমাধ্যমে গুরুত্বহীন করে জনগণের দৃষ্টি থেকে আমাদের দলকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা — এই দুইয়ের মধ্যে দিয়ে পথ চলতে হয়েছে।

কমরেড মানিক মুখার্জী

আমরা গণআন্দোলনকে রক্ষা করার জন্য যখন তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে ঐক্য করলাম, তখন তৃণমূল কংগ্রেসের উপর পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রচণ্ড চাপ এসেছিল, যাতে আমাদের সাথে ঐক্য ভেঙে যায়। লোকসভা ভোটের আগে মিডিয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারের কথা আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে। লোকসভা ভোটের পর বিশেষ করে এই চাপ আরও বেড়েছে। যার ফলে, আমাদের দল সম্পর্কে মিডিয়া কার্যত নীরব হয়ে গেছে। কলকাতা জেলা সম্মেলনের খবর একটু আধটু দিয়েছে, আবার রাজ্য সম্মেলন সম্পর্কেও যতটুকু যা দিয়েছে, তাও খানিকটা বিকৃত করে। তবে কিছু কথা তাদের দিতে হচ্ছে। কারণ, এস ইউ সি আই আজ একটা নাম। এই নাম বা ভাবমূর্তি কিন্তু এস ইউ সি আই-এর তৈরি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যাওয়ার জন্য নয়, যেটা একটা কাগজ বলতে চেয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই-এর লাভ হয়েছে কথাটার মানে হচ্ছে, এস ইউ সি আই যে গণআন্দোলনের বিকল্প শক্তি, তার যে লড়াইয়ের ভাবমূর্তি, এটা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে আরও স্পষ্ট হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের ঐক্যের ফলে 'লাভ' হয়েছে গণআন্দোলনের, আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে।

আমাদের দলের এই সংগ্রামী ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় ও কমরেড নীহার মুখার্জীর গাইডেন্সে ১৯৭৭ সাল থেকে এই রাজ্যে আমাদের একক প্রচেষ্টায় ধারাবাহিকভাবে গণআন্দোলন পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে। কর্মীরা রাজপথে রক্তাক্ত হয়েছে, গুলিবিদ্ধ হয়েছে, শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে, মিথ্যা মামলায় জেল খাটানো থেকে শুরু করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করানো হয়েছে, তবু যে আমরা হার মানিনি, এটাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে গণআন্দোলনের শক্তি হিসাবে এস ইউ সি আইকে একটা বিশিষ্ট স্থান করে দিয়েছে। এজন্যই এক সময় মমতা ব্যনার্জী আমাদের দলের সাথে ঐক্য করার জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করেছেন, কারণ সেদিন আন্দোলনের স্বার্থে এই ঐক্যটা তাঁর প্রয়োজন ছিল। ফলে, পার্টির এই ইমেজ আমরাই গড়ে তুলেছি এবং যেকোনও পরিস্থিতিতে আমরা এই ইমেজটাকে রক্ষা করে চলব। এটা জনগণেরও প্রত্যাশা। আমরাও সেই প্রত্যাশার মর্যাদা দিয়ে এগোব।

তিনি বলেন, এই ঝড়-ঝাপটার মধ্যেই পার্টি সাম্প্রতিককালে দলের অভ্যন্তরে যে রিভাইটালাইজেশন স্ট্রাগলে, এলিভেশন-রেকটিফিকেশনে বিশেষ জোর দিল, তার কারণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তোলার যে গুরু দায়িত্ব এসেছে তাকে পালন করার মতো উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তোলার জরুরী প্রয়োজন পার্টি উপলব্ধি করেছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা যে ছড়িয়েছে, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে আমরা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে যাচ্ছি, একথা আজ সুবিদিত। আধুনিক শোধনবাদের বিরুদ্ধে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা পথপ্রদর্শক হয়ে আছে —এই স্বীকৃতি আজ দেশে দেশে যেসব সাম্যবাদী শক্তি সত্যিকারের লড়াই করছেন, তারা দিচ্ছেন।

আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে লাইনটা নিয়ে এগিয়েছি, তাহচ্ছে, দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সকল শক্তিকে নিয়ে এবং কমিউনিস্টদের 'কোর' হিসাবে রেখে বিশ্বব্যাপী পিপল্‌স ফ্রন্টের মতো একটা প্ল্যাটফর্ম ডেভেলপ করানো, বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনগুলোকে কো-অর্ডিনেট করা এবং এসবের মধ্য দিয়ে বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তীব্র আন্দোলন ও শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তোলা। এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার একটা অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের ক্ষেত্রেও যদি দেখেন বাস্তবে সংকটে জেরবার জনগণ আন্দোলন চাইছে। আমাদের দল ছাড়া অন্য কেউ নেই, যারা মানুষের এই আকাঙ্খাকে মর্যাদা দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে পার্টির অভ্যন্তরে যে সমস্যাটা কেন্দ্রীয় কমিটি গভীরভাবে লক্ষ করেছে, তাহল, যোগ্য নেতার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। নেতা নেই, তা নয়। কিন্তু যে ধরণের যোগ্য নেতা চাই, সেই সংখ্যাটা প্রয়োজনের তুলনায় কম। ইতিহাস আমাদের কাছে একটা দায়িত্বের ডাক দিয়েছে। বিপ্লবীরা সবসময় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে, কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবন ও শিক্ষাও তাই। আমাদেরও সেটা গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য দরকার আরও উন্নত চরিত্র ও যোগ্যতাসম্পন্ন সংগঠক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলা। এটা নির্ভর করছে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা আমরা নিজেদের জীবনে কতটা প্রয়োগ করতে পারছি, তার উপর। আমরা প্রতিনিয়ত পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভে থেকেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। সেজন্য এই পুঁজিবাদী সমাজের পচা-গলা বহু জিনিস অজান্তেই আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত ঢোকে। সংগ্রাম করছি কথাটার মানে হল, যেসব জিনিস অজান্তে ঢুকছে, আমি সে সম্পর্কে সচেতন থাকি ও তার বিরুদ্ধে লড়াই করি; পার্টির বিপ্লবী রাজনীতির দ্বারা গণআন্দোলনকে ও শ্রেণী সংগ্রামকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করি। এ কাজ কতটা পারছি ও না-পারছি, তার উপর নির্ভর করেই আমার সাফল্য, আংশিক সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার হবে। আমার সংগ্রামের বিচারের অন্য কোনও মাপকাঠি নেই। এই যে জায়গাটা, — একদিকে পার্টির অভ্যন্তরে আদর্শগত সংগ্রাম, অন্যদিকে বাইরে গণসংগঠন, গণআন্দোলন, শ্রেণী-সংগ্রামে জনগণকে প্রভাবিত করা, জয় করা, বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক গণআন্দোলনের পথে তাদের নিয়ে যাওয়া,— এই সংগ্রামই আমরা করতে চাই, এই পরীক্ষা দিতে চাই। এজন্য মাঝে মাঝে নিজেদের যাচাই করতে হয়। পার্টি কংগ্রেস হচ্ছে এই যাচাইয়ের একটা মুহূর্ত বা সময়, যখন দেখতে হয়। ওই সংগ্রামে আমি সামান্য হলেও এগিয়েছি না পিছিয়েছি। যদি পিছিয়ে থাকি, পার্টি কংগ্রেস সেটা এই জন্যই চিহ্নিত করুক যাতে আমি এগোতে পারি।

আমি পার্টি কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেব। কিন্তু স্টাফ মেম্বার হিসাবেই যাব কিনা, তা এখনও ঠিক হয়নি, কারণ, আমার স্টাফ মেম্বারশিপ এখনও বিচার্য বিষয়, কেন্দ্রীয় কমিটিতে তা আলোচনা হবে। আমাদের মতো যাঁদের নাম আপনারা শুনলেন না, তাদের ক্ষেত্রে এটা চিহ্নিত হয়নি। আমার স্টাফ মেম্বারশিপ নাও থাকতে পারে। তাহলে রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে যাব।

রাজ্যের ক্ষেত্রেও প্রতিনিধিদের একটি তালিকা আপনারা শুনেছেন। যে সংগ্রামের কথা আমি বললাম, তার নিরিখেই প্রতিনিধিদের তালিকা তৈরি হয়েছে। এবার রাজ্যের কোটা হচ্ছে, সদস্যসংখ্যার ১৫ শতাংশের বেশি ডেলিগেট হতে পারবে না। এই কোটা ব্যাপারটা সব দেশের পার্টিতেই থাকে। আমরা ইতিপূর্বে তা করিনি, এবার করা হচ্ছে। এর ফলে, এমন ঘটেছে যে মানের দিক থেকে দু'জন কমরেড হয়তো খুব কাছাকাছি আছেন, কিন্তু একজন যাচ্ছেন, অপরজন যাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে আমরা দল, বিপ্লব ও শ্রেণীর প্রতি সাবমিশন বা একাত্মতার দিকটা বেশি দেখেছি। কলকাতার ক্ষেত্রে বা আরও কোনও ক্ষেত্রে আমি মতামত দিয়েছি। এটা দিতে গিয়ে কমরেডদের বিষয়ে যথাযথ বিচার বলতে যা বোঝায়, সেখানে কিছু ভুলও হতে পারে। কিন্তু ভুলের ক্ষেত্রেও মনে রাখবেন, অন্তত ইমপারসোনাল বিচারের চেষ্টা করেছি, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা ও গাইডলাইনের ভিত্তিতে বিচারের চেষ্টা করেছি। তাতে যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে, ইতিহাস তার জবাব দেবে। কমরেডদের বলব, এই স্পিরিটেই আপনার বিষয়টা নেবেন।

এখন আমি নিজের কথা কিছু বলি। রাজ্য কমিটির সভ্য হিসাবে আমি দীর্ঘদিন আছি। রাজ্য কমিটির কোহেশন, কালেকটিভ ফাংশনিং — এ দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। এক্ষেত্রেও রাজ্য কমিটির বিভিন্ন দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি কি যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পেরেছি? না, পারিনি। এমনকী সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রেও রাজ্য সম্পাদককে আমার যতটা সাহায্য করার প্রয়োজন ছিল, আমি সেটাও পারিনি। চাইনি তা তো নয়। পারিনি দুটো কারণে। একটি হল যোগ্যতা, ক্ষমতা ও জ্ঞান, তার ঘাটতি। নানা রাজনৈতিক চেতনার জায়গাটায় সূক্ষ্মভাবে হলেও ঘাটতি। আর দ্বিতীয় হল, বহু জিনিষ বুঝেও সাথে সাথে তৎপরতার সঙ্গে অ্যাক্ট করতে না পারা। এই চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য, যে সাহায্য আমি কমরেড প্রভাস ঘোষকে করতে পারতাম, তা পারিনি। একথাটা এজন্যই আপনাদের বলছি যাতে যাঁরা রইলেন, তাঁরা আগামী দিনে এই সংগ্রামটা করার চেষ্টা করেন।

কালেকটিভ ফাংশনিং অনেক বড় কথা; এর মধ্য দিয়েই আমরা কোহেশন রাখি। এই কালেকটিভ ফাংশনিংটা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা থেকে আমি অন্তত যেমন বুঝেছি, তাতে এর প্রথম শর্ত হল, নেতা ও কর্মীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার মানের ফারাকটা আস্তে আস্তে কমিয়ে আনা, অর্থাৎ কর্মীদের চেতনার মানকে বাড়ানো। কর্মীদের স্ট্যাণ্ডার্ডটা বাড়িয়ে নেতাদের কাছাকাছি আনতে পারলে নেতারা আরও এগোবেন। এই রাজনৈতিক চেতনার মান বৃদ্ধির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল, আমরা যারা রাজ্য কমিটিতে আছি, তারা অনেক সময়ই বলি কালেকটিভলি ফাংশান করা খুবই কঠিন। সত্যিই কঠিন, কিন্তু ইম্পসিবল্ নয় তো? তাহলে তো এই কনসেপ্টটাই আসতো না। ডিফিকাল্ট, সন্দেহ নেই। কেন ডিফিকাল্ট? কারণ, কমিটির মধ্যে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সংগ্রাম করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, না হলে সংহতি বা কোহেশন থাকবে না। আর, এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সংগ্রাম করা মানে নেতা যা বলে গেলেন, অন্ধভাবে তা মেনে নেওয়া নয়। নেতার সাথে দ্বন্দ্ব তো হবেই। এজন্যই তো বলা হয় দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। কিন্তু নেতার সাথে এই দ্বন্দ্বের শর্ত হল, নেতৃত্বের প্রতি মান্যতা নিয়েই দ্বন্দ্ব। এ কথাটা আমরা যেন ভুলে না যাই। অনেকে মনে করেন, নেতৃত্বের প্রতি মান্যতা মানেই অন্ধতা। না, তা আদৌ নয়। কোনও আচরণ অন্ধ কি অন্ধ নয়, সেটা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়; কিন্তু নেতৃত্বের প্রতি মান্যতার মানে হল, আমি নিজের বিকাশের জন্য কালেকটিভের কাছে সারেন্ডার করছি, সেখানে ব্যক্তিবাদ বাধা হলে, তার

আটের পাতায় দেখুন

রাজ্যে রাজ্যে এস ইউ সি আই-এর সম্মেলন

জাতপাতের রাজনীতি পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে পারে না

বিহার রাজ্য সম্মেলনে কমরেড রণজিৎ ধর

এস ইউ সি আই বিহার রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১০-১২ অক্টোবর মজফফরপুরে। ১০ অক্টোবর বি বি কলেজিয়েট স্কুলে প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিবশংকর। বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং এবং প্রধান বক্তা দলের কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড রণজিৎ ধর। ১৬টি জেলা থেকে কর্মী সমর্থকরা এসেছিলেন। ১১-১২ অক্টোবর রামদয়ালু স্মৃতি সভাঘরে প্রতিনিধি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড শিবশংকরকে পুনরায় সম্পাদক করে ২০ সদস্যের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

প্রকাশ্য সমাবেশে কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, সব দলই প্রগতির কথা বলছে। প্রগতি এবং উন্নয়নের অর্থ কী? জনগণের প্রয়োজন খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য। কৃষকের প্রয়োজন সার, সেচের জন্য ডিজেল-বিদ্যুৎ এবং ফসলের ন্যায্য দাম। তারা ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে জমি হারিয়ে কৃষিমজুরে পরিণত হচ্ছে। গ্রামে কাজ নেই, শ্রমিক এবং বেকার যুবকরা কাজের খোঁজে ছড়িয়ে পড়ছে দূর-দূরান্তে। কিন্তু সেখানে গিয়েও কাজ পাচ্ছে না। তারা পরিণত হচ্ছে ভিখারিতে, মাথা গুঁজে থাকছে পথের ধারে, প্ল্যাটফর্মে। কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। টাটা, বিড়লা-আম্বানির মতো মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ফুলে-ফেঁপে উঠছে। ভারত সহ সারা পৃথিবী চরম মন্দায় আচ্ছন্ন। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা নেই। ফলে বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রি হচ্ছে না। তাই মালিকরা কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে, শ্রমিকরা কর্মচ্যুত হচ্ছে। ভারতের মতো পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদন হয় না, উৎপাদন হয় মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য। এই মুনাফা কোথা থেকে আসে? আসে মানুষকে শোষণ করার মধ্য দিয়ে। আগে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সংকট আসত মাঝে মাঝে, এখন সংকট এবেলা-ওবেলার। এই সংকট থেকে পুঁজিপতিদের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে সরকার রাজকোষ থেকে জনগণের ট্যাক্সের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। অপর দিকে জনগণের খাদ্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহনের জন্য সরকার নামমাত্র অর্থ বরাদ্দ করছে। সরকারি সংস্থাগুলিকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সরকার জনস্বার্থ দেখছে না। পুঁজিপতিদের স্বার্থই রক্ষা করে চলেছে। পুঁজিবাদ একসময় সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথা বলেছে, আর আজ সে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, মানবাধিকার একের পর এক কেড়ে নিচ্ছে। পুঁজিবাদ সমস্ত কিছুই ধ্বংস করছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ কাজ করত। সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে পুঁজিবাদ নিয়ে এসেছিল বুর্জোয়া মানবতাবাদ। আজ সেই মানবতাবাদ অকার্যকরী

বিহার রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড রণজিৎ ধর

হয়ে গিয়েছে। ফলে মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। ছড়িয়ে পড়ছে অপসংস্কৃতি। পরিবারগুলি ভেঙে পড়ছে, সামাজিক দায়বদ্ধতা দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু। এই পুঁজিবাদকে খতম করতে না পারলে আমরা আমাদের পরিবারকে বাঁচাতে পারব না। পারব না মানবিক সম্পর্কগুলিকেও রক্ষা করতে।

তিনি বলেন, কংগ্রেস দেশকে শাসন করেছে প্রায় কুড়ি বছর। তারপর এসেছে জনতা সরকার, গুজরাল সরকার, বিজেপি সরকার। একের পর এক সরকার পাল্টেছে, কিন্তু জনগণের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা পাল্টায়নি। সম্পদের পরিমাণে ভারতীয় পুঁজিপতিরা বিশ্বে দশম স্থানে। অথচ জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ রয়েছে দারিদ্রসীমার নিচে। মাত্র ৫ শতাংশ মানুষ সম্পদের পাহাড় বানাচ্ছে। দেশকে ঔপনিবেশিক শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ আত্মবলিদান করেছিল। সে কি টাটা-বিড়লার পুঁজিকে স্ফীত করার জন্য? লক্ষ কোটি মানুষ ক্ষুধায় মরছে, শ্রমিক-কৃষকরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে — এটা কেমন শাসন ব্যবস্থা? পাটনা, মজফফরপুরের মতো কয়েকটি বড় বড় শহরে ক'টা ফ্লাইওভার আর রাস্তা বানানো হয়েছে। কিন্তু সে রাস্তা হয়েছে বড়লোকের জন্য, গরিবদের জন্য নয়। বিহারের হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছর বন্যা-খরায় মারা যায়। কিন্তু সরকার এই সমস্যার স্থায়ী প্রতিকারের জন্য কিছুই করে না। এজন্য কত টাকা প্রয়োজন? একের পর এক সরকার আসছে, যাচ্ছে — সমস্যা রয়েই যাচ্ছে। বিহারে দীর্ঘদিন ধরে জাত-পাতের রাজনীতি চলছে। জাত-পাতের বিভাজনের জন্য ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারছে না। জাতপাতের রাজনীতি পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে পারে না। বরং এর মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, জনগণের ঐক্যকে ধ্বংস করা হচ্ছে। জাতপাতের রাজনীতি কি বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারছে? মন্ত্রীত্বের লোভে পরিষদীয় রাজনৈতিক দলগুলো জাতপাতের অনৈক্যকে গরিব মানুষের মধ্যেও জিইয়ে রাখছে।

রাষ্ট্র এবং সরকার দু'টি ভিন্ন জিনিস। মিলিটারি, বিচারব্যবস্থা এবং আমলাতন্ত্র হল রাষ্ট্রের ভিত্তি। নির্বাচনের মাধ্যমে এগুলিকে পরিবর্তন করা যায় না। বিপ্লব ছাড়া সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করা যায় না। শুধু আন্দোলন করলেই হয় না। জনসংঘ, সংগঠন কংগ্রেস বা জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তার মাধ্যমে দেশের কোনও মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। এস ইউ সি আইয়ের সংগঠিত আন্দোলনের লক্ষ্য বিপ্লব, তার জন্য জনগণকে সংগঠিত করা, তাদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তোলা। এস ইউ সি আই একটি যথার্থ শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, সাম্যবাদী দল। অল্প কয়েকজন কর্মী অক্লান্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই দল ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সহ বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে আমরা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলছি। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা আজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। সর্বব্যাপক এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এস ইউ সি আইয়ের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১১-১৭ নভেম্বর দিল্লিতে। একে সর্বতোভাবে সফল করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

প্রতিনিধি অধিবেশনে কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, আমাদের লক্ষ্য বিপ্লব সম্পন্ন করা। প্রতিটি আন্দোলনই এই বিপ্লবের পরিপূরক হওয়া চাই। সমাজ চাইছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সংগঠন গড়ে তুলুন, তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। কমিউনিস্ট হওয়ার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করুন। সেল, আঞ্চলিক কমিটি, জেলা কমিটিগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করুন, যেমন করে বাবা-মা সন্তানকে লালন-পালন করেন। স্ট্যালিন বলেছেন, সমষ্টিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কাজ করুন। কেবলমাত্র নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করবেন না। কখনও কখনও নির্দেশ দিতে হয়, কিন্তু সেটাই মূল ঝোঁক হওয়া উচিত নয়। সৃজনশীল হওয়া প্রয়োজন। আদর্শগত চর্চা নিয়মিত হওয়া দরকার। এস ইউ সি আই পার্টি বিপ্লব চায়। বিপ্লবের দায়িত্ব পার্টির উপরই ন্যস্ত। সেই পার্টিকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। এই আহ্বান রেখে কমরেড ধর তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

মধ্যপ্রদেশ

ভূপালের মহাত্মা ফুলে ভবনে ১২ ও ১৩ অক্টোবর এস ইউ সি আই মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য প্রতিনিধি সম্মেলন পরিচালনা করেন।

কনভেনশনে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, পার্টি নেতৃত্বকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করাই এই কনভেনশনের লক্ষ্য এবং সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-এর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের লক্ষ্যের পরিপূরক। তিনি বলেন, যথার্থভাবে মার্কসবাদ আয়ত্ত করা এবং উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করার জন্য জীবনের সমস্ত দিককে জড়িয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রদর্শিত পথে ও সঠিক পদ্ধতিতে আমাদের সকলকে কঠিন কঠোর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে, যা আমাদের প্রফেশনাল রেভলিউশনারি তথা স্টাফ মেম্বারশিপের স্তরে উন্নীত করবে। আমরা কে কতটা এই স্তরে পৌঁছাতে পারব তা নির্ভর করছে জীবনে কী ধরনের সংগ্রাম আমরা গড়ে তুলছি তার ওপর। বিপ্লবী হওয়ার জন্য এটা একটা উন্নততর সংগ্রাম। শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে তিনি বলেন, বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় হীন ব্যক্তিবাদ সমাজ জীবনকে তছনছ করে দিচ্ছে। মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে ধ্বংস করে সমাজবিমুখ করে তুলছে। ব্যক্তিবাদের এই প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জন করতে সক্ষম হব। কমরেড ঘোষের শিক্ষাকে তুলে ধরে তিনি সমস্ত কর্মীদের 'মাস লাইফ'-এর উপর গুরুত্ব দেন। কর্মীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাড়াতে ও সৃজনশীল বিপ্লবী কাজের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

কনভেনশন থেকে কমরেড ইউ পি বিশ্বাসকে সম্পাদক করে চারজনের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়।

১৪ অক্টোবর নীলম পার্কে প্রকাশ্য সভা হয়। সেখানেও কমরেড ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন।

অন্ধ্রপ্রদেশ

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর হায়দাবাদের বাসবী হলে। কনভেনশনে পরিচালক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। প্রতিনিধিরা জাতীয় পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর দলিল দু'টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। বিতর্ক শেষে আন্তর্জাতিক দলিলে ২০টি এবং জাতীয় দলিলে ১০টি সংশোধনী-সংযোজনী পার্টি কংগ্রেসে আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। কমরেড কে শ্রীধরকে সম্পাদক করে সাতজনের রাজ্য সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। পার্টি কর্মীদের জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন দিক নিয়ে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন।

ত্রিপুরা

এস ইউ সি আই-এর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষে ৭-৯ অক্টোবর আগরতলায় ত্রিপুরা রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

আগরতলার শকুন্তলা রোডে ৭ অক্টোবর উদ্বোধনী সমাবেশ হয়। ৮-৯ অক্টোবর মিউজিক কলেজে প্রতিনিধি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদকীয় রিপোর্ট এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন নিয়ে প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। প্রধান বক্তা কমরেড অসিত ভট্টাচার্য সমস্ত রকম ব্যক্তিবাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে যৌথ প্রক্রিয়ায় সংগঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ত্রিপুরার বামপন্থী মানুষেরা সিপিএমের অপশাসনে হতাশ। আপনাদেরই ত্রিপুরার বুকে সত্যিকারের বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

কমরেড অরুণ ভৌমিককে সম্পাদক করে ছয় জনের ত্রিপুরা রাজ্য সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়।

ওড়িশা

এস ইউ সি আই ওড়িশা রাজ্য সম্মেলন ৩০ সেপ্টেম্বর - ২ অক্টোবর অনগুল জেলায় অনগুল হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রভাস ঘোষ। ১৪টি জেলা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। কমরেড ধূর্জটি দাসকে সম্পাদক করে ১২ জনের রাজ্য সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। প্রতিনিধি সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে কর্মীদের ও সংগঠনকে গড়ে তোলার জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে গভীর ভাবে অনুশীলন করার আহ্বান জানান।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

আসাম রাজ্য সম্মেলনে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

পাঁচের পাতার পর

ভারতবর্ষে মহান নেতা শিবদাস ঘোষ মার্কস-এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং-এর শিক্ষার ধারাবাহিকতায় ভারতের বুকে লেনিনীয় শিক্ষায় সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে এস ইউ সি আইকে গড়ে তুলেছেন। কমরেড ঘোষের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই সর্বোন্নত উপলব্ধিকে বুকে বহন করেই আজ আমরা দেশের প্রতিটি জায়গায় যাচ্ছি এবং দ্রুত এস ইউ সি আই গড়ে উঠছে। পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিদিন আন্দোলন, প্রতিরোধ গড়ে উঠছে এবং এই প্রক্রিয়াতেই আসামেও জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার মানের বৃদ্ধি ঘটবে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, সমগ্র বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীদের শিরোমণি আমেরিকা সম্পর্কে পুঁজিপতিশ্রেণীর পত্র পত্রিকায় প্রচার হয়েছিল যে, পুঁজিবাদ আমেরিকাকে স্বর্গ হিসাবে গড়ে তুলেছে। সেই আমেরিকায় আজ পরিস্থিতি কী? ভিখারির সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা ১৯৩০ সালের মহামন্দাকেও ছাপিয়ে গেছে। শুধু আমেরিকাতেই নয়, সমগ্র বিশ্বে তার কুপ্রভাব পড়েছে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা পুঁজিবাদকে সংকটমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন দাওয়াই দিচ্ছেন, কিন্তু কোনও কিছুতেই রোগ সারাতে পারছেন না। সংকট আরও তীব্র হচ্ছে যা বহুদিন পূর্বে মহান মার্কসের তুলে ধরা সত্যকেই প্রতিপন্ন করছে। তাই এই সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ, পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণ থেকে মুক্তির পথ সম্পর্কে আসাম সহ ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের মেহনতি মানুষকে নতুন ভাবে সচেতন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা কেবল ভারতের বিপ্লব সম্পন্ন করার তত্ত্বটাই দেয়নি, যে আধুনিক শোধনবাদ বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে মারাত্মক দুর্বলতা হিসাবে কাজ করছে তাকে নির্মূল করার, পরাস্ত করার তত্ত্বটাও তাঁর চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে বিশ্বের জনসাধারণের সামনে এসেছে। দলের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস আয়োজনের মধ্য দিয়ে একদিকে ভারতের জনসাধারণকে পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা এবং অন্যদিকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে আধুনিক শোধনবাদ থেকে মুক্ত করার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে বিশ্বের জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা — এই দু'টি লক্ষ্য রয়েছে। তাই এই প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে দলকে শক্তিশালী করার জন্য ও দ্বিতীয় কংগ্রেসকে সফল করার জন্য আহ্বান জানিয়ে কমরেড ভট্টাচার্য বক্তব্য শেষ করেন।

বুদ্ধিজীবীদের কনভেনশন

একের পাতার পর

এবং সংগঠিত প্রতিরোধ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এবং মানবিক।

অথচ এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বামপন্থী নামধারী দলটি মানুষের প্রতিবাদ করার ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকারকে কেবল যে মান্যতা দিতে অনিচ্ছুক তাই নয়, যেনতেন প্রকারেণ তাকে পদদলিত করতেও সদাসচেষ্ট। লালগড় সহ গোটা জঙ্গলমহলের আন্দোলন এর সাক্ষ্য বহন করছে। এই অঞ্চলের গরিব আদিবাসী মানুষ স্বাধীনতার ৬২ বছর পরেও জীবনধারণের ন্যূনতম সুযোগ ও সংস্থান থেকে বঞ্চিত। গত ৩২ বছরের শাসনে এদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। অভাব, অনটন, দিনের পর দিন অনাহারে থাকা এদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। অন্যদিকে তাদের উন্নতি-উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করে শাসকদল-পুলিশ প্রশাসন-আমলা-প্রমোটার-মজুতদার-ব্যবসায়ীদের এক দুষ্টচক্র ফুলে ফেঁপে উঠছে। এর বিরুদ্ধে যখন জঙ্গলমহলের মানুষ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন থেকে প্রেরণা নিয়ে সংঘবদ্ধআন্দোলন গড়ে মর্যাদা রক্ষা ও খেয়ে-পরে বাঁচার দাবি জানাচ্ছে তখন শাসকদল সেই আন্দোলনকে 'মাওবাদী সন্ত্রাসের' তকমা লাগিয়ে ঘৃণ্য রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে এনে তাকে ধ্বংস করতে চাইছে।

এই কনভেনশন যেমন আন্দোলনের নামে সমস্ত ধরনের ব্যক্তিহত্যা ও সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা করছে, সাথে সাথে এই তথাকথিত সন্ত্রাস দমনের অজুহাতে জঙ্গলমহলের আদিবাসী জনসাধারণের ন্যায্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে লাগামছাড়া রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকেও ধিক্কার জানাচ্ছে। 'মাওবাদী জুজু' দেখিয়ে যেভাবে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে লালগড়ের মানুষের যৌক্তিক দাবি এবং তারই ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পুলিশি সন্ত্রাস-বিরোধী জনসাধারণের কমিটির নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করতেচাইছে — এই কনভেনশন তারও তীব্র নিন্দা করছে। সাথে সাথে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের মতো জঙ্গলমহলের মানুষের এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসা শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-শিক্ষাবিদ-বিদ্বজ্জনদের শাসকদলের নেতৃবৃন্দ ও সরকার যেভাবে হুমকি দিচ্ছে, গ্রেপ্তারের ভয় দেখাচ্ছে, দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাঁদের সম্মানহানি করতে চাইছে, এই সম্মেলন তারও তীব্র নিন্দা করছে। যে সিপিএম দল বিগত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে তাদের ইশতাহারে কুখ্যাত মিসা ও পোটার আদলে ইউপিএ সরকার প্রণীত ইউএপিএ আইনের বিরোধিতা করেছে, সেই তারাই আজ যেভাবে উদ্যোগী হয়ে লালগড় আন্দোলনের নেতা ছত্রধর মাহাতো সহ অন্যান্যদের ওপর সেই কালাকানুন প্রয়োগ করছে তাকে নির্লজ্জ দ্বিচারিতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

একই সঙ্গে এই কনভেনশন দাবি করছে

১। অবিলম্বে ছত্রধর মাহাত সহ সমস্ত গণআন্দোলনের নেতা-কর্মীকে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে,
২। মিথ্যা মামলায় কারারুদ্ধ অন্যান্য নেতা-কর্মীদেরও অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে,
৩। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর রাষ্ট্রীয় এবং দলীয় সব রকমের সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে,
৪। কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত ইউএপিএ আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গে তার প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে,
৫। প্রতিবাদী বিদ্বজ্জন, গুণীজনদের প্রতি অকারণ হুমকি ও ভীতিপ্রদর্শন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে,
৬। প্রশাসনকে দলীয় সেবাদাসে পরিণত না করে তাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ করে তুলতে হবে,
৭। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করা চলবে না এবং
৮। অবিলম্বে লালগড় থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে।

সাথে সাথে এই সম্মেলন সাহিত্যব্রতী, সাংস্কৃতিক কর্মী, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, সাংবাদিক, বিজ্ঞানী, শিল্পী, নাট্যকর্মী ও আইনজীবী সহ সমস্ত পেশায় নিযুক্ত গণতন্ত্রপ্রিয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষ ও সংগঠনের কাছে রাজ্য সরকারের এই গণতন্ত্র সংহারকারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন জানাচ্ছে এবং এই আন্দোলনের প্রয়োজনে জেলায় জেলায় আলোচনা সভা, কনভেনশন, পদযাত্রা সংগঠিত করার আহ্বান করছে।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রাক্কালে প্রকাশিত হচ্ছে

কমরেড শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী

৪র্থ খণ্ড ।। বাংলা ও ইংরেজি

বোর্ড বাঁধাই ঃ ১২০ টাকা পেপার ব্যাক ঃ ১০০ টাকা

হিন্দি ভাষায় প্রথম খণ্ড

বোর্ড বাঁধাই ঃ ১০০ টাকা পেপার ব্যাক ঃ ৮০ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনে কমরেড মানিক মুখার্জী

ছয়ের পাতার পর

বিরুদ্ধে ফাইট করছি। এই কালেকটিভ মানে, বিশেষ বডিতে কালেকটিভের যিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন, সুনির্দিষ্টভাবে সেই বিশেষ নেতা। এটাই তো কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা। রাজ্য কমিটির সম্পাদক আমাদের লিডার, তাঁর প্রতি মান্যতা তো আমাদের থাকতেই হবে। কমরেড প্রভাস ঘোষ বলে নয়, যিনি সম্পাদক হবেন, তিনিই। সেই মান্যতা দিয়েই আমাদের স্ট্রাগলটা করতে হবে — আমার বিকাশের জন্য, কালেকটিভ ফাংশনকে উন্নত করার জন্য, কালেকটিভকে অরগ্যানিক হোল করার জন্য।

কমরেড মুখার্জী বলেন, নেতৃত্বের প্রতি এই মান্যতার বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিটা কী? আমরা যখন কোনও বই পড়ি, এটা কালিনিনের কথা, তার মধ্যে যে চিন্তাভাবনা পাই, তার সাথে আমার চিন্তার একটা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটে। অর্থাৎ আমার মনটাও ভ্যাকুয়ামে নেই, সেখানেও কিছু চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যানধারণা বা কনসেপ্ট আছেই। সেখানে নানা রকম ধ্যানধারণা থাকতে পারে। আমরা যদি তার মধ্যে কোনটা বিজ্ঞানসম্মত সঠিক কনসেপ্ট তা বিচার করে সচেতনভাবে সেটাকে না নিয়ে চলি, তাহলে আমরা কোনও বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করব কীভাবে? ফলে, সত্যে পৌঁছাবার জন্য মূল দৃষ্টিকোণ বা বেস কনসেপ্ট আমাদের সচেতনভাবে স্থির করে নিতে হয়। তার ভিত্তিতে দ্বন্দ্ব করে আমরা কোনও ধ্যান-ধারণা গ্রহণ বা বর্জন করি। এই দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়াতেই আবার বেস্ কনসেপ্টটাও উন্নত হয়। এমনকী প্রয়োজনে পরিবর্তিতও হতে পারে। একইভাবে পার্টির স্তরে স্তরে নানা কালেকটিভ বডির আমরা যারা সদস্য, আপনারা জানেন, তারা সকলেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকেই বেস কনসেপ্টরূপে সচেতনভাবে গ্রহণ করেছি। এও আমরা জানি যে, স্তরে স্তরে বডির যিনি নেতা, তিনি হচ্ছেন ঐ বডিতে বেস কনসেপ্ট-এর সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধির প্রতীক বা পার্সোনিফায়েড বেস্ট এক্সপ্রেশন অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ঐ নেতার মধ্য দিয়েই ঘটছে। এই মানদণ্ডেই ঐ নেতার প্রতি মান্যতা রেখেই আমায় দ্বন্দ্বে যেতে হবে। এটাই কালেকটিভ ফাংশনিং-এর অন্যতম শর্ত। এ না হলে প্যারালাল পার্সোন্যালিটির জন্ম হবে — আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ে উঠবে না। সেটা না থাকলে, বডির মধ্যে কোহেশন তথা সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা কাজ করতে পারে না।

এগুলো ভাল করে বুঝে সংগ্রাম না করতে পারলে আমরা এগিয়ে যেতে পারব না। এই অর্থেই কালেকটিভ ফাংশনিং ডিফিকাল্ট কিন্তু অসম্ভব নয়। এই রাস্তায় আমাদের এগোতে হবে। এক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওই যে বলেছি, নিজের চেতনার মানের ঘাটতি ও আরও প্রম্পটলি অ্যাক্ট করতে না পারা, এই জন্য যতটা সাহায্য করতে পারতাম, তা পারিনি; পারলে রাজ্য কমিটি হয়তো আরও ভালভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারত। বিশেষ করে গণআন্দোলনের সামনে আমরা যে জায়গায় গিয়েছি, তাতে কমরেড ঘোষের চিন্তা জনগণের মধ্যে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আরও যতখানি নিয়ে যেতে পারতাম, সেখানে ঘাটতি হয়েছে। নিয়ে যেতে পারিনি, তা নয়, তবে আরও ব্যাপকভাবে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আন্দোলনমুখী পরিবেশ যেটা রাজ্যে গড়ে উঠেছিল, তাতে আমাদের দলকে আন্দোলনের নির্ভরযোগ্য শক্তি বলে মানুষ মনে করলেও, তাদের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে টেনে আনা, ঘর থেকে বের করা, আমাদের সংগঠকদের, অর্থাৎ পার্টিকে আস্থার সাথে জনগণ নেতা হিসাবে গ্রহণ করছে — এই জায়গায় যাওয়ার ক্ষেত্রে ছিল আমাদের ঘাটতি। লেনিনের পার্টির সংবিধানে ছিল যে, দলের সদস্য সেই হবেন, যিনি জনগণের কোনও না কোনও অংশের লিডার। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লিডার। আজও তো এই অবস্থাটা আমরা পুরোপুরি অর্জন করতে পারিনি। কিছু ক্ষেত্রে পেরেছি, কিছু ক্ষেত্রে পারিনি। এটা করতে পারলে আমরা জনসাধারণকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আরও বেশি গণসংগঠনের পকেট ডেভেলপ করাতে পারতাম। একাজ যত বেশি পারতাম, আন্দোলন আরও বাড়ত, ততই কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে আমরা আরও ছড়িয়ে দিতে পারতাম।

পরিশেষে কমরেড মুখার্জী বলেন, আমার স্থির বিশ্বাস, আগামী দিনে নতুন রাজ্য কমিটি এই দায়িত্ব আরও ভালভাবে পালন করবে এবং কালেকটিভ ফাংশনিংকেও আরও উন্নত করতে সফল হবে, কারণ আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় লড়াই করছি। এই প্রত্যাশা নিয়েই আজ বক্তব্য শেষ করলাম।

গুজরাটের বরোদায় পার্টি কংগ্রেসের দেওয়াল লিখন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in